রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১ “জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন সফল হোক”

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

বুধবার, নভেম্বর ৪, ২০২০

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়

বিদ্যুৎ বিভাগ

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ১৭ কার্তিক ১৪২৭, বঙ্গাব্দ/ ০২ নভেম্বর, ২০২০ খ্রিষ্টাব্দ

এস. আর. ও. নং ২৯৭-আইন/২০২০।—বিদ্যুৎ আইন, ২০১৮ (২০১৮ সনের ৭ নং আইন) এর ধারা ৫৯ এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সরকার নিম্নরূপ বিধিমালা প্রণয়ন করিল, যথা :—

প্রথম অধ্যায়
প্রারম্ভিক

১। **শিরোনাম ও প্রবর্তন।**—(১) এই বিধিমালা বিদ্যুৎ বিধিমালা, ২০২০ নামে অভিহিত হইবে।

(২) ইহা অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

২। **সংজ্ঞা।**—(১) বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থি কোনো কিছু না থাকিলে, এই বিধিমালায়—

(ক) **“আইন”** অর্থ বিদ্যুৎ আইন, ২০১৮ (২০১৮ সনের ৭ নং আইন);

(খ) **“কমিশন”** অর্থ বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন আইন, ২০০৩ (২০০৩ সনের ১৩ নং আইন) এর অধীন প্রতিষ্ঠিত বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন;

মূল্য : টাকা ৪০.০০

(গ) **"চাপ"** অর্থ যে কোনো দুইটি বিদ্যুৎ পরিবাহীর মধ্যে বৈদ্যুতিক বিভবের পার্থক্য যাহার পরিমাপের একক ভোল্ট অথবা পরিবাহীর দুই অংশের বিদ্যুৎ চাপের পার্থক্য, যাহা একটি যথোপযুক্ত ভোল্ট মিটারের সাহায্যে পরিমাপ করা হইবে এবং নিম্নবর্ণিতভাবে হইবে, যথা :—

(অ) **নিম্ন চাপ** অর্থাৎ যখন স্বাভাবিক চাপ (nominal voltage) ৪০০ ভোল্ট;

(আ) **মধ্যম চাপ** অর্থাৎ যখন স্বাভাবিক চাপ ১১০০০ ভোল্ট;

(ই) **উচ্চ চাপ** অর্থাৎ যখন স্বাভাবিক চাপ ৩৩০০০ ভোল্ট; এবং

(ঈ) **অতি উচ্চ চাপ** অর্থাৎ যখন স্বাভাবিক চাপ ১৩২০০০ ভোল্ট বা উহার অধিক;

(ঘ) **"প্রধান বিদ্যুৎ পরিদর্শক"** অর্থ আইনের ধারা ৩১ এর উপ-ধারা (১) এর বিধান অনুযায়ী সরকার কর্তৃক নিযুক্ত প্রধান বিদ্যুৎ পরিদর্শক;

(ঙ) **"বিদ্যুৎ পরিদর্শক"** অর্থ আইনের ধারা ৩১ এর উপ-ধারা (১) এর অধীন নিযুক্ত বিদ্যুৎ পরিদর্শক;

(চ) **"ভূগর্ভস্থ লাইন"** অর্থ বিদ্যুৎ সঞ্চালন বা বিতরণের সহিত সংশ্লিষ্ট তার, পরিবাহী বা অন্য কোনো মাধ্যম বা মাধ্যমের অংশবিশেষ যাহা অনুমোদিত নকশা মোতাবেক পূর্তকর্মসহ ভূগর্ভে স্থাপিত;

(ছ) **"সাবমেরিন কেবল"** অর্থ বিদ্যুৎ সঞ্চালন বা বিতরণের সহিত সংশ্লিষ্ট তার, পরিবাহী বা অন্য কোনো মাধ্যম বা মাধ্যমের অংশবিশেষ যাহা অনুমোদিত নকশা মোতাবেক সম্পাদিত পূর্তকর্মসহ হ্রদ, নদীনালা, সমুদ্র বা অন্য কোনো জলাধারের তলদেশে বা পানির উপরিতলের নিচে স্থাপিত; এবং

(জ) **"সরবরাহ"** অর্থ তার, পরিবাহী বা অন্য কোনো মাধ্যমে উৎপাদন কেন্দ্র হইতে সঞ্চালন ও বিতরণ ব্যবস্থার মাধ্যমে গ্রাহকপ্রান্তে স্থাপিত বিভিন্ন বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি বা সরঞ্জামে বৈধভাবে বিদ্যুৎ প্রেরণ।

(২) এই বিধিমালায় ব্যবহৃত যে সকল শব্দ বা অভিব্যক্তির সংজ্ঞা প্রদান করা হয় নাই, সেই সকল শব্দ বা অভিব্যক্তি আইনে যে অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে সেই অর্থে প্রযোজ্য হইবে।

দ্বিতীয় অধ্যায়
পূর্তকর্ম, ইত্যাদি

৩। **পূর্তকর্ম সংক্রান্ত বিধানাবলি।**—(১) এই অধ্যায়ের অন্যান্য বিধান সাপেক্ষে, কোনো লাইসেন্সি বিদ্যুৎ উৎপাদন, সঞ্চালন ও বিতরণ কাজের অনুমতিপ্রাপ্ত হইলে নিম্নবর্ণিত পূর্তকর্ম করিতে পারিবে, যথা :—

(ক) কোনো রাস্তা, সড়ক ও মহাসড়ক বা রেলপথের মাটি এবং পাকা জায়গা উন্মুক্তকরণ বা ভাঙ্গা;

(খ) কোনো রাস্তা, সড়ক ও মহাসড়ক বা রেলপথের বা নিচে অবস্থিত যে কোনো ভূগর্ভস্থ নর্দমা, নালা বা সুড়ঙ্গপথ উন্মুক্তকরণ বা ভাঙ্গা;

(গ) বিদ্যুৎ সঞ্চালন, বিতরণ ক্যাবল ও এরিয়্যাল সরবরাহ লাইন এবং অন্যান্য পূর্তকর্ম নির্মাণ বা স্থাপন এবং উহা মেরামত, পরিবর্তন বা অপসারণ;

(ঘ) বিদ্যুৎ সরবরাহ ও অন্য প্রতিষ্ঠানের ব্যবহারের লক্ষ্যে টানেল বা ডাক্ট নির্মাণ, ফাইবার অপটিক লাইন স্থাপনসহ অন্যান্য প্রয়োজনীয় কাজ; এবং

(ঙ) ভূমিতে বা উপরে বা নিচে বিদ্যুৎ সরবরাহ লাইন বা অন্যবিধ পূর্তকর্ম।

(২) উপ-বিধি (১) এ উল্লিখিত পূর্তকর্ম করিবার ক্ষেত্রে লাইসেন্সি প্রস্তাবিত পূর্তকর্ম সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তিকে নোটিশ প্রদান করিবে।

(৩) উপ-বিধি (২) এর অধীন নোটিশ প্রাপ্তির ১৫ (পনেরো) দিনের মধ্যে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তি লাইসেন্সিকে লিখিতভাবে তাহার অনুমোদন বা অননুমোদনের বিষয়টি অবহিত করিবে, যদি উক্ত সময়ের মধ্যে অবহিত করিতে ব্যর্থ হন, তাহা হইলে পূর্তকর্ম অনুমোদিত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

(৪) যদি সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তি লাইসেন্সির পূর্তকর্ম সংশোধন সাপেক্ষে অনুমোদন করেন, তাহা হইলে লাইসেন্সি উক্তরূপ অবহিত হইবার ১ (এক) সপ্তাহের মধ্যে সরকারের নিকট আপিল করিতে পারিবে এবং এইক্ষেত্রে সরকারের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হইবে।

(৫) লাইসেন্সি এবং সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তি পূর্তকর্ম, উহার ক্ষতিপূরণ বা অন্য কোনো ব্যক্তির প্রতি দায় সংক্রান্ত বিষয় পারস্পরিক সম্মতির ভিত্তিতে নিষ্পত্তি করিবে।

(৬) উপ-বিধি (৫) এর অধীন পারস্পরিক সম্মতির ভিত্তিতে নিষ্পত্তি না হইলে আইনের ধারা ৫৩ এর বিধান অনুসারে উহা নিষ্পত্তি হইবে।

(৭) কোনো পূর্তকর্ম শুরু করিবার পূর্বে লাইসেন্সি পরিশিষ্ট-ক অনুযায়ী একটি গণবিজ্ঞপ্তি জারি করিবে।

(৮) পূর্তকর্মের ফলে কোনো রাস্তা, সড়ক ও মহাসড়ক বা বাঁধের ক্ষতি হইলে লাইসেন্সি পূর্তকর্ম শেষে নিজ খরচে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তি বা মেরামতের দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানের তত্ত্বাবধানে উহা মেরামতের ব্যবস্থা করিবে।

(৯) যদি ভূগর্ভস্থ সরবরাহ লাইনে কোনো পূর্তকর্ম করিবার প্রয়োজন হয়, যাহা মূল সরবরাহ লাইনের সহিত সংযুক্ত, তাহা হইলে লাইসেন্সি মেরামতকারী প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তি বা, ক্ষেত্রমত, মালিককে উক্তরূপ পূর্তকর্ম সম্পাদনের ইচ্ছা ব্যক্ত করিয়া অন্যূন ৪৮ (আটচল্লিশ) ঘণ্টা পূর্বে লিখিত নোটিশ প্রদান করিবে:

তবে শর্ত থাকে যে, ভূগর্ভস্থ বিদ্যুৎ সরবরাহ লাইন বিনষ্ট হইলে জরুরি অবস্থার ক্ষেত্রে লাইসেন্সি মেরামতকারী প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তি বা, ক্ষেত্রমত, সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তিকে তাহার অভিপ্রায় সম্পর্কে নোটিশ প্রদান করিয়া এই বিধির অন্যান্য বিধানাবলি প্রতিপালন ব্যতিরেকেই বিদ্যুৎ লাইন স্থাপন করিতে পারিবে এবং জরুরি অবস্থার ক্ষেত্রে লাইসেন্সি বিদ্যুৎ ব্যবস্থা দ্রুত পুনঃস্থাপনের প্রয়োজনে অস্থায়ীভিত্তিতে বিদ্যুৎ লাইন নির্মাণ করিতে পারিবে:

আরো শর্ত থাকে যে, উক্তরূপ লাইন শুধু ভূগর্ভস্থ বিদ্যুৎ সরবরাহ লাইন ত্রুটিমুক্ত না হওয়া পর্যন্ত ব্যবহার করা যাইবে এবং সকল ক্ষেত্রে ত্রুটি অপসারণের পর ও সরকারের লিখিত সম্মতি না থাকিলে, ৬ (ছয়) সপ্তাহের মধ্যে উহা অপসারণ করিতে হইবে।

(১০) বিদ্যমান পূর্তকর্মের মৌলিক বৈশিষ্ট্য এবং অবস্থানের কোনোরূপ পরিবর্তন না করিয়া মেরামত, নবায়ন বা সংশোধনের জন্য পূর্তকর্ম বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে, জরুরি অবস্থা ব্যতীত অন্যান্য ক্ষেত্রে লাইসেন্সি, মেরামতকারী কর্তৃপক্ষ বা, ক্ষেত্রমত, প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তিকে তাহার উদ্দেশ্য সম্পর্কে অন্যূন ৪৮ (আটচল্লিশ) ঘণ্টা পূর্বে লিখিত নোটিশ প্রদান করিবে।

(১১) উপ-বিধি (১০) এ উল্লিখিত সময় অতিক্রান্তের পর তাৎক্ষণিকভাবে উক্তরূপ পূর্তকর্ম শুরু করিতে হইবে এবং যথাশীঘ্র সম্ভব দ্রুততার সহিত এবং যদি সম্ভব হয়, শেষ না হওয়া পর্যন্ত দিবারাত্রি কাজ চালাইয়া যাইবে।

(১২) লাইসেন্সি এই বিধির কোনো বিধান প্রতিপালনে ব্যর্থ হইলে এবং উহার ফলে যেকোনো ক্ষতি বা অনিষ্টের জন্য সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তিকে ক্ষতিপূরণ প্রদান করিতে হইবে এবং উক্তরূপ ক্ষতিপূরণের পরিমাণ নির্ধারণে সৃষ্ট মতপার্থক্য বা বিবাদের ক্ষেত্রে আইনের ধারা ৫৩ এর বিধান অনুসারে উহা নিষ্পত্তি হইবে।

৪। **বিদ্যুৎ লাইন, ইত্যাদি পরিবর্তন।**—(১) এই বিধির অন্যান্য বিধান সাপেক্ষে, আইনের ধারা ৭ এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, কোনো লাইসেন্সি নিম্নবর্ণিত কার্যাদি সম্পাদন করিতে পারিবে, যথা :—

(ক) কোনো ব্যক্তির অনুরোধের প্রেক্ষিতে কোনো বিদ্যুৎ লাইন বা প্ল্যান্ট পরিবর্তন;

(খ) বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০০১ (২০০১ সনের ১৮ নং আইন) এর অধীন লাইসেন্সপ্রাপ্ত কোনো ব্যক্তি কর্তৃক পরিচালিত টেলিযোগাযোগ এবং ইন্টারনেট সেবা প্রদানের উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত কোনো টেলিযোগাযোগের যন্ত্রপাতি;

(গ) বাংলাদেশ রেলওয়ে কর্তৃক পরিচালিত টেলিগ্রাফ ব্যবস্থার উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত টেলিযোগাযোগ যন্ত্রপাতি; এবং

(ঘ) কেবল টেলিভিশন নেটওয়ার্ক পরিচালনা আইন, ২০০৬ (২০০৬ সনের ৩৮ নং আইন) এর অধীন কেবল টেলিভিশন বিতরণ ব্যবস্থার উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত টেলিযোগাযোগ যন্ত্রপাতি।

(২) উপ-বিধি (১) এ উল্লিখিত পূর্তকর্ম পরিবর্তনের বিষয়ে লাইসেন্সি সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ বা সংস্থাকে লিখিত নোটিশ প্রদান করিবে এবং উক্ত নোটিশে কী ধরনের পরিবর্তনের প্রস্তাব করা হইয়াছে উহার বর্ণনা ও পরিকল্পনা এবং কখন হইতে পরিবর্তন কর্ম শুরু হইবে উহার বিবরণ থাকিবে।

(৩) উপ-বিধি (২) এর অধীন নোটিশ প্রাপ্তির অন্যূন ১৫ (পনেরো) দিনের মধ্যে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ বা সংস্থা নিম্নবর্ণিত বিষয়সমূহ উল্লেখ করিয়া পাল্টা নোটিশ প্রদান করিতে পারিবে, যথা :—

(ক) কর্তৃপক্ষ বা সংস্থা নিজেই উক্ত পূর্তকর্ম সম্পাদন করিবে বা উহার তত্ত্বাবধানে সম্পাদিত হইবে; এবং

(খ) উক্তরূপ পূর্তকর্ম সম্পাদনের ফলে উদ্ভূত ব্যয় লাইসেন্সিকে বহন করিতে হইবে।

(৪) উপ-বিধি (৩) এর অধীন পাল্টা নোটিশ প্রদান করা হইলে, লাইসেন্সি পাল্টা নোটিশটি প্রতিপালন না করিয়া পূর্তকর্ম করিবে না।

(৫) যদি উপ-বিধি (৩) এর অধীন পাল্টা নোটিশ প্রদান করা না হয় অথবা সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ বা সংস্থা কর্তৃক পাল্টা নোটিশ প্রদান করা হইলেও প্রস্তাবিত কাজ নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে, যাহা ৪৮ (আটচল্লিশ) ঘণ্টার কম হইবে না, সম্পন্ন করিতে ব্যর্থ হয়, তাহা হইলে লাইসেন্সি সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ বা সংস্থার তত্ত্বাবধান ছাড়াই পরিবর্তন কাজ সম্পন্ন করিতে পারিবে।

(৬) এই বিধির অধীন পূর্তকর্ম পরিবর্তনের সময় সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তির উপস্থিত থাকিবার অধিকার থাকিবে।

৫। **পাইপ বা তার পরিবর্তন।**—(১) পক্ষগণের মধ্যে ভিন্নরূপ কোনো চুক্তি না থাকিলে, পাইপ বা তার পরিবর্তনের ক্ষেত্রে পরিবর্তন কাজ শুরুর অন্যূন ১ (এক) মাস পূর্বে লাইসেন্সি বা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বিদ্যুৎ সরবরাহ লাইন বা পূর্তকর্মের সাময়িক অধিকারীকে লিখিত নোটিশ প্রদান করিবে এবং উক্ত নোটিশে কী ধরনের পরিবর্তনের প্রস্তাব করা হইয়াছে উহার বর্ণনা ও পরিকল্পনা এবং কখন হইতে পরিবর্তন কর্ম শুরু হইবে উহার বিবরণ থাকিবে।

(২) উপ-বিধি (১) এর অধীন নোটিশ প্রদানের অন্যূন ১৫ (পনেরো) দিনের মধ্যে বিদ্যুৎ সরবরাহ লাইন বা পূর্তকর্মের সাময়িক অধিকারী লাইসেন্সিকে পাইপ বা তার পরিবর্তনের বিষয়ে অধিযাচনপত্র প্রেরণ করিতে পারিবে এবং প্রস্তাবিত পরিবর্তনের বিষয়ে কোনো প্রশ্ন দেখা দিলে উহা পারস্পরিক সম্মতির ভিত্তিতে নিষ্পত্তি হইবে।

(৩) উপ-বিধি (২) এর অধীন বিষয়টি নিষ্পত্তি না হইলে আইনের ধারা ৫৩ এর বিধান অনুসারে উহা নিষ্পত্তি হইবে।

(৪) উপ-বিধি (১) এর অধীন পাইপ বা তার পরিবর্তনের কাজ শুরু হইবার পর বিদ্যুৎ সরবরাহ লাইন বা পূর্তকর্মের সাময়িক অধিকারী উক্ত বিষয়ে কোনো ধরনের তথ্য যাচনা করিলে লাইসেন্সি বা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি উহা প্রদান করিবে।

৬। **ভূগর্ভস্থ নর্দমা, পাইপ বা বিদ্যমান বিদ্যুৎ সরবরাহ লাইন বা পূর্তকর্মের সন্নিকটে বিদ্যুৎ সরবরাহ লাইন স্থাপন।**—(১) বিদ্যুৎ সরবরাহ লাইন, পাইপলাইন বা অন্যবিধ পূর্তকর্ম করিবার জন্য লাইসেন্সিকে কোনো ভূগর্ভস্থ নর্দমা, পানি প্রবাহের খাত বা পূর্তকর্ম অথবা যথাযথভাবে ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তির মালিকাধীন কোনো পাইপ, সাইফোন (siphon), বিদ্যুৎ সরবরাহ লাইন বা অন্যবিধ পূর্তকর্মের সন্নিকটে কোনো পরিখা খনন করিবার প্রয়োজন হইলে, ভিন্নরূপ কোনো চুক্তি না থাকিলে, সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তিকে খনন কাজ শুরুর পূর্বে অন্যূন ১৫ (পনেরো) দিনের লিখিত নোটিশ প্রদান করিতে হইবে:

তবে শর্ত থাকে যে, জরুরি অবস্থায় লাইসেন্সি পরিখার খনন কাজ শুরুর পর লিখিত অবগতিসহ টেলিফোনে অথবা ই-মেইলের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তিকে অবহিত করিতে পারিবে।

(২) কোনো পাইপ, বিদ্যুৎ সরবরাহ লাইন বা পূর্তকর্মের অবস্থানের পরিবর্তন না ঘটাইয়া উক্ত অংশের অধঃখননের প্রয়োজন হইলে, উক্ত কার্য বাস্তবায়নকালে অধঃখনন স্থলে পাইপ, বিদ্যুৎ লাইন বা পূর্তকর্মের যথাযথ ধারণ সম্বলিত ভিত্তি প্রদানের ব্যবস্থা রাখিতে হইবে।

(৩) যদি লাইসেন্সি বিদ্যুৎ সরবরাহ লাইন আড়াআড়িভাবে বা এমনভাবে স্থাপন করে, যাহা অন্য কোনো ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তির মালিকানাধীন পাইপ, লাইন বা সার্ভিস পাইপ বা সার্ভিস লাইন বা আইনের অধীন কোনো ব্যক্তির জ্বালানি সরবরাহ বা সঞ্চালনের কাজে ব্যবহৃত পাইপ, লাইন বা সার্ভিস লাইন স্পর্শ করে বা করিতে পারে, সেইক্ষেত্রে উক্তরূপ ব্যক্তির লিখিত সম্মতি ব্যতীত এইরূপ বিদ্যুৎ সরবরাহ লাইন স্থাপন করা যাইবে না।

(৪) লাইসেন্সি এই বিধির কোনো বিধান প্রতিপালনে ব্যর্থ হইলে সংঘটিত ক্ষতি বা অনিষ্টের জন্য যুক্তিসঙ্গত ক্ষতিপূরণ প্রদান করিবে।

(৫) এই বিধির অধীন কোনো কাজ সম্পাদনের সময় সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তির উপস্থিত থাকিবার অধিকার থাকিবে।

৭। **টেলিফোন সেবাদানকারী সংস্থাকে নোটিশ প্রদান।**—টেলিফোন ও ইন্টারনেট সেবা প্রদানকারী সংস্থার লাইনের ৫ (পাঁচ) মিটারের মধ্যে কোনো লাইসেন্সি সার্ভিস লাইন বা বিদ্যুৎ সরবরাহ লাইনের মেরামত, নবায়ন বা বিদ্যমান পূর্তকর্মের সংশোধন বা কোনো বিদ্যুৎ সরবরাহ লাইন স্থাপন বা অন্যবিধ পূর্তকর্ম করিবার ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট টেলিফোন ও ইন্টারনেট সেবা প্রদানকারী সংস্থাকে নিম্নবর্ণিত বিষয়াদি উল্লেখপূর্বক অন্যূন ১০ (দশ) দিনের লিখিত নোটিশ প্রদান করিবে, যথা :—

(ক) পূর্তকর্মের সময় বা প্রস্তাবিত পরিবর্তন;

(খ) যে পদ্ধতিতে পূর্তকর্ম করা হইবে;

(গ) যে পরিমাণ ও ধরনের বিদ্যুৎ শক্তি প্রেরিত হইবে;

(ঘ) কতদূর এবং কিভাবে ভূ পরিবর্তন হইবে; এবং

(ঙ) উক্ত পূর্তকর্ম বা পরিবর্তনের ফলে টেলিফোন লাইনের কোনোরূপ ক্ষতিসাধন হইবে না মর্মে লাইসেন্সি টেলিফোন সেবাদানকারী সংস্থাকে নিশ্চয়তা প্রদান করিবে:

তবে শর্ত থাকে যে, লাইসেন্সি কর্তৃক বিদ্যুৎ সরবরাহ লাইন স্থাপন বা অন্যবিধ পূর্তকর্মের ত্রুটির জন্য সৃষ্ট জরুরি অবস্থায় লাইসেন্সি টেলিফোন ও ইন্টারনেট সেবা প্রদানকারী সংস্থাকে শুধু সম্ভাব্য পরিবর্তনের বিষয়ে লিখিত নোটিশ প্রদান করিবে।

৮। **এরিয়্যাল লাইন।**—(১) আইনের ধারা ১১ এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, কোনো লাইসেন্সি কর্তৃক এরিয়্যাল লাইন স্থাপনের প্রয়োজন হইলে, উক্ত লাইসেন্সি কী পদ্ধতিতে উহা স্থাপন করিবে সে বিষয় উল্লেখ করিয়া সরকারের নিকট আবেদন করিতে হইবে।

(২) উপ-বিধি (১) এর অধীন আবেদন প্রাপ্তির পর সরকার প্রয়োজনীয়তা বিবেচনা করিয়া এরিয়্যাল লাইন স্থাপনের অনুমতি প্রদান করিতে পারিবে।

(৩) উপ-বিধি (২) এর অধীন অনুমোদন প্রাপ্তির পর এই বিধিমালার অধীন যে সকল কর্তৃপক্ষের সম্মতির প্রয়োজন রহিয়াছে, তাহা গ্রহণ করিয়া লাইসেন্সি এরিয়্যাল লাইন স্থাপন করিতে পারিবে।

(৪) এরিয়্যাল লাইন স্থাপনের পূর্বে পরিশিষ্ট-খ অনুযায়ী বিজ্ঞপ্তি দ্বারা উক্ত এলাকার জনসাধারণকে উক্ত স্থানে একটি এরিয়্যাল লাইন চালু করা হইবে মর্মে অবহিত করিতে হইবে।

(৫) লাইসেন্সি কর্তৃক এরিয়্যাল লাইন স্থাপন বা রক্ষণাবেক্ষণের ক্ষেত্রে উপ-বিধি (১) এর শর্ত ভঙ্গের কারণে সরকার তাৎক্ষণিকভাবে উহা অপসারণের জন্য লাইসেন্সিকে নির্দেশ দিতে পারিবে বা অপসারণের ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবে এবং উক্তরূপ অপসারণের জন্য ব্যয়িত অর্থ লাইসেন্সির নিকট হইতে আদায় করা যাইবে।

(৬) এরিয়্যাল লাইন স্থাপনের পর কোনো লাইনের সন্নিকটে কোনো বৃক্ষ, কাঠামো বা অন্যবিধ বস্তু দণ্ডায়মান থাকিলে বা পড়িলে এবং উহার অবস্থান বিদ্যুৎ পরিবহন বা প্রেরণে বা কোনো পূর্তকর্মে বিঘ্ন ঘটাইতে পারে বা বাধার সৃষ্টি হইতে পারে, এইরূপ অবস্থায় লাইসেন্সি উক্ত বৃক্ষ, কাঠামো বা বস্তু অপসারণের যথোপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে।

(৭) এরিয়্যাল লাইন স্থাপনের কারণে পূর্ব হইতে স্থিত কোনো কাঠামো বা অন্যবিধ বস্তু অপসারণের ক্ষেত্রে উহার মালিক বা দখলদারের আপত্তি থাকিলে, উক্ত আপত্তির কারণ উল্লেখপূর্বক জেলা প্রশাসক বা তাহার মনোনীত প্রতিনিধি বরাবর আবেদন করিতে পারিবেন।

(৮) উপ-বিধি (৭) এর অধীন আবেদন প্রাপ্তির পর উভয় পক্ষের শুনানি শেষে যদি জেলা প্রশাসক বা তাহার মনোনীত প্রতিনিধির নিকট এই মর্মে প্রতীয়মান হয় যে, উক্ত এরিয়্যাল লাইন স্থাপন জনস্বার্থে আবশ্যক, সেইক্ষেত্রে উক্ত মালিক বা দখলদারের আপত্তি সত্ত্বেও লাইসেন্সিকে উক্ত কাঠামো বা বস্তু অপসারণের আদেশ দিতে পারিবেন:

তবে শর্ত থাকে যে, যদি জেলা প্রশাসক বা তাহার মনোনীত প্রতিনিধি এই মর্মে সন্তুষ্ট হন যে, এই ধরনের অপসারণের ফলে মালিক বা দখলদারকে ক্ষতিপূরণ প্রদান সঙ্গত হইবে, সেইক্ষেত্রে উভয় পক্ষের সমঝোতার ভিত্তিতে মালিক বা দখলদারকে উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ প্রদানের জন্য লাইসেন্সিকে আদেশ প্রদান করিতে পারিবেন।

(৯) জনগণের নিরাপত্তার স্বার্থে নির্ধারিত তারিখে এরিয়্যাল লাইন চালু হইবার পর লাইনটি চালু থাকিবে মর্মে পরিশিষ্ট-গ অনুযায়ী একটি বিজ্ঞপ্তি প্রদান করিতে হইবে।

৯। **ভগ্ন রাস্তা, রেলপথ, ভূগর্ভস্থ নর্দমা, নালা বা টানেল অবিলম্বে মেরামত।**—(১) পূর্তকর্ম করিবার প্রয়োজনে কোনো লাইসেন্সি কোনো রাস্তা, সড়ক ও মহাসড়ক, রেলপথ, বা কোনো ভূগর্ভস্থ নর্দমা, নালা বা সুড়ঙ্গপথের মাটি বা পাকা জায়গা উন্মুক্ত করিলে বা ভাঙ্গিলে—

(ক) অনতিবিলম্বে উক্ত উন্মুক্ত বা ভগ্ন অংশে নিরাপত্তা বেষ্টনী প্রদানের মাধ্যমে নিরাপত্তার ব্যবস্থা করিবে;

(খ) উন্মুক্ত বা ভগ্ন অংশের বিপরীতে বা নিকটে সূর্যাস্তের পূর্বেই সর্বসাধারণের সতর্কতার জন্য পর্যাপ্ত আলোর ব্যবস্থা করিবে এবং উহা সূর্যোদয় পর্যন্ত সংরক্ষণ করিবে;

(গ) উন্মুক্ত বা ভগ্ন মাটি বা পাকা জায়গা বা ভূগর্ভস্থ নর্দমা বা টানেল যথাসম্ভব দ্রুততার সহিত ভরাট ও পুনর্বহাল করিবে এবং উক্তরূপ উন্মুক্তকৃত বা ভগ্নজাত আবর্জনা অপসারণ করিবে; এবং

(ঘ) উন্মুক্ত বা ভগ্ন মাটি বা পাকা জায়গা বা ভূগর্ভস্থ নর্দমা, নালা বা টানেল নির্মাণ বা মেরামতের মাধ্যমে পুনর্বহালের পর উহা অন্যূন ৩ (তিন) মাস, তবে ৯ (নয়) মাসের অধিক নহে, সময় পর্যন্ত সংরক্ষণ করিতে হইবে।

(২) যদি কোনো লাইসেন্সি উপ-বিধি (১) এর অধীনে দায়িত্ব প্রতিপালনে ব্যর্থ হয়, তাহা হইলে উক্ত রাস্তা, সড়ক ও মহাসড়ক, রেলপথ, ভূগর্ভস্থ নর্দমা, নালা বা টানেল নিয়ন্ত্রণকারী বা ব্যবস্থাপনাকারী ব্যক্তি, লাইসেন্সির বিলম্বজনিত বা বাস্তবায়নের ব্যর্থতার কারণে নিজে উক্ত কার্য সম্পন্ন করিবেন এবং সেকারণে ব্যয়িত অর্থ লাইসেন্সির নিকট হইতে আদায় করিতে পারিবে।

(৩) উপ-বিধি (২) এর অধীন ব্যয়িত অর্থের পরিমাণ নির্ধারণের ক্ষেত্রে কোনো বিরোধ সৃষ্টি হইলে আইনের ধারা ৫৩ অনুসারে উহা নিষ্পত্তি হইবে।

১০। **পূর্তকর্ম করিবার কারণে উদ্ভূত ক্ষতিপূরণ।**—(১) লাইসেন্সি পূর্তকর্ম সম্পাদনকালে বা বৈদ্যুতিক টাওয়ার নির্মাণকালে ফসল, গাছপালা, জমি বা অবকাঠামোর যতদূর সম্ভব কম ক্ষতি, অনিষ্ট এবং অসুবিধা সৃষ্টি করিবে এবং তদ্‌কর্তৃক কোনো ক্ষতি, অনিষ্ট বা অসুবিধার জন্য ক্ষতিপূরণ প্রদান করিবে।

(২) উপ-বিধি (১) এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, পূর্তকর্ম সম্পাদনকালে বা বৈদ্যুতিক টাওয়ার নির্মাণকালে লাইসেন্সি কর্তৃক কোনো অস্থাবর সম্পত্তির ক্ষতি সাধিত হইলে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে প্রচলিত বাজার মূল্যে ক্ষতিপূরণ প্রদান করিতে হইবে।

(৩) উপ-বিধি (২) এর অধীন ক্ষতিপূরণ নির্ধারণের ক্ষেত্রে পাকা অবকাঠামো হইলে গণপূর্ত অধিদপ্তর, ফসলের ক্ষেত্রে কৃষি বিভাগ এবং গাছপালার ক্ষতি সাধনের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট বন বিভাগ হইতে মূল্য নির্ধারণী প্রতিবেদন গ্রহণ করিতে হইবে এবং প্রাপ্ত প্রতিবেদনের আলোকে সংশ্লিষ্ট লাইসেন্সি যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে যুক্তিসঙ্গত ক্ষতিপূরণ নির্ধারণ করিবে।

(৪) লাইসেন্সি কর্তৃক বৈদ্যুতিক টাওয়ার নির্মাণকালে ব্যক্তি মালিকানাধীন ভূমি ব্যবহারের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট মালিককে প্রচলিত বাজার মূল্যের ভিত্তিতে ক্ষতিপূরণ প্রদান করিতে হইবে।

(৫) বৈদ্যুতিক টাওয়ার নির্মাণের ক্ষেত্রে হাটবাজার, ঘনবসতিপূর্ণ এলাকা, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের প্রাঙ্গন একান্ত আবশ্যক না হইলে পরিহার করিতে হইবে।

(৬) বৈদ্যুতিক টাওয়ার নির্মাণসহ অন্যান্য কাজে ব্যবহৃত ভূমি নির্মাণ কাজ সম্পাদন শেষে বৈদ্যুতিক টাওয়ার বা বৈদ্যুতিক স্থাপনার কোনোরূপ ক্ষতি সাধন না করিয়া সংশ্লিষ্ট ভূমির মালিক ব্যবহার করিতে পারিবেন:

তবে শর্ত থাকে যে, যদি লাইসেন্সির নিকট এই মর্মে প্রতীয়মান হয় যে, উক্ত ভূমির ব্যবহার বৈদ্যুতিক টাওয়ার বা বৈদ্যুতিক স্থাপনার জন্য অসুবিধা বা হুমকি সৃষ্টি করিতেছে, তাহা হইলে লাইসেন্সি ভূমির মালিককে তাৎক্ষণিকভাবে উক্ত ভূমির ব্যবহার হইতে বিরত রাখিতে পারিবে।

(৭) ক্ষতিপূরণের পরিমাণ নির্ধারণের ক্ষেত্রে কোনো মতপার্থক্য বা বিরোধের উদ্ভব হইলে আইনের ধারা ৫৩ এর বিধান অনুসারে উহা নিষ্পত্তি হইবে।

তৃতীয় অধ্যায়
বিদ্যুৎ সরবরাহ, মিটার স্থাপন, ইত্যাদি

১১। **মিটার।**—(১) আইনের ধারা ১৭ এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, লাইসেন্সি গ্রাহকের আঙ্গিনায় এমন ধরনের মিটার, সর্বোচ্চ চাহিদা নির্দেশক বা অন্যবিধ যন্ত্র স্থাপন করিতে পারিবে, যাহা সরবরাহকৃত বিদ্যুতের পরিমাণ বা যে মেয়াদে বিদ্যুৎ সরবরাহ করা হইয়াছে বা সময় ভিত্তিক বিদ্যুৎ ইউনিটের হার বা বিদ্যুৎ সরবরাহ সম্পর্কিত অন্যবিধ পরিমাণ বা সময় নিশ্চিত করে:

তবে শর্ত থাকে যে, কোনো চুক্তি বহির্ভূতভাবে মূল বিতরণ লাইনের এবং মিটারের অন্তর্বর্তী স্থান ব্যতীত অন্য কোনো স্থানে মিটার, নির্দেশক বা যন্ত্রপাতি স্থাপন করা যাইবে না:

আরো শর্ত থাকে যে, কোনো মিটার, নির্দেশক বা যন্ত্র যাহা বিদ্যুৎ বিলিং এর কাজে ব্যবহৃত হইয়া থাকে, লাইসেন্সি উক্ত মিটার, নির্দেশক বা যন্ত্রকে সঠিক ও চালু অবস্থায় রাখিবে।

(২) গ্রাহকের সহিত আলোচনা সাপেক্ষে লাইসেন্সি কর্তৃক সরবরাহ পয়েন্ট নির্ধারিত হইবে।

(৩) বিতরণ লাইসেন্সি সরবরাহকৃত বা স্থাপিত মিটার নিম্নবর্ণিত কারণে প্রতিস্থাপনের জন্য অনুরোধ করিতে পারিবে, যথা :—

(ক) আইন, বিধি, প্রবিধান বা বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরি কমিশন আইন, ২০০৩ (২০০৩ সনের ১৩ নং আইন) এর বিধান প্রতিপালন নিশ্চিত করিবার জন্য;

(খ) লাইসেন্সি এবং গ্রাহকের মধ্যে যদি কোনো কারণে মতবিরোধ দেখা দেয়, তাহা হইলে লাইসেন্সির সিদ্ধান্ত অনুযায়ী প্রতিস্থাপন; এবং

(গ) অন্য কোনো যুক্তিসঙ্গত কারণে।

(৪) লাইসেন্সি কর্তৃক অনুরোধ করিবার পর যদি গ্রাহক মিটার প্রতিস্থাপন করিতে অস্বীকার করেন, তাহা হইলে বিতরণ লাইসেন্সি বিদ্যুৎ সরবরাহ বিচ্ছিন্ন করিতে পারিবে।

(৫) কোনো মিটার ব্যবহারের জন্য সঠিক বলিয়া গণ্য হইবে, যদি উহা লাইসেন্সির নির্ধারিত ধরন, মানদণ্ড ও স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী হইয়া থাকে।

ব্যাখ্যা।—কোনো মিটার নির্ধারিত ত্রুটি সীমার মধ্যে বিদ্যুৎ সরবরাহের পরিমাণ বা সরবরাহকৃত বিদ্যুতের পরিমাণ নির্দেশ করিলে উহা সঠিক বলিয়া গণ্য হইবে।

(৬) কোনো মিটার সঠিক কিনা তদ্‌বিষয়ে কোনো মতপার্থক্য দেখা দিলে যেকোনো পক্ষ অপর পক্ষকে অন্যূন ৭ (সাত) দিনের নোটিশ প্রদান করিয়া প্রধান বিদ্যুৎ পরিদর্শকের নিকট আবেদন করিতে পারিবে।

(৭) উপ-বিধি (৬) এর অধীন আবেদন প্রাপ্তির ৪৫ (পঁয়তাল্লিশ) দিনের মধ্যে প্রধান বিদ্যুৎ পরিদর্শক -পক্ষগণকে শুনানির সুযোগ প্রদান করিয়া মিটারের সঠিকতা সম্পর্কে সিদ্ধান্ত প্রদান করিবেন এবং তাহার সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হইবে।

(৮) প্রধান বিদ্যুৎ পরিদর্শক কর্তৃক গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা সরবরাহকৃত বিদ্যুতের পরিমাণ নিরূপিত হইবে।

১২। **মিটার সিলকরণ।**—(১) কোনো লাইসেন্সি গ্রাহকের আঙ্গিনায় মিটার বা সর্বোচ্চ চাহিদাসূচক যন্ত্রে এক বা একাধিক সিল স্থাপন করিতে পারিবে এবং লাইসেন্সি ব্যতীত অন্য কোনো ব্যক্তি উক্ত সিল ভাঙ্গিতে পারিবেন না।

(২) লাইসেন্সি ব্যতীত অন্য কেউ যেন উক্ত সিল ভাঙ্গিতে না পারেন সেইজন্য গ্রাহক সম্ভাব্য সকল ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।

১৩। **মিটার বা সর্বোচ্চ চাহিদা সূচক যন্ত্রের শর্তাবলি।**—মিটার বা সর্বোচ্চ চাহিদাসূচক যন্ত্র বা অন্য যন্ত্রপাতি কোনো গ্রাহকের আঙ্গিনায় নিম্নবর্ণিত শর্তাধীনে স্থাপন করা হইবে, যথা :—

(ক) সর্বোচ্চ চাহিদা নিরূপণে ডিমান্ড মিটারের পূর্ণ লোডের অতিরিক্ত এক-পঞ্চমাংশ লোডসহ সকল লোডের ক্ষেত্রে চূড়ান্ত সঠিকতায় ২.৫ (দুই দশমিক পাঁচ) শতাংশের কম বা বেশি রিডিং প্রদান করিতে পারিবে না;

(খ) কোনো লোড না থাকিলে বা ন্যূনতম চার্জের কম ডিমান্ড লোডের ক্ষেত্রে অনুমোদিত লোডের উপর ৭০ (সত্তর) শতাংশ ডিমান্ড লোড ধরা হইবে; এবং

(গ) অনুমোদিত লোডের চেয়ে বেশি লোড ব্যবহার করা হইলে বাড়তি লোডের জন্য দ্বিগুণ হারে ডিমান্ড চার্জের বিল পরিশোধ করিতে হইবে এবং কোনো অবস্থাতে বিল পরিশোধের সময়সীমা ৩ (তিন) মাসের অধিক হইবে না।

১৪। **বৈদ্যুতিক মিটার যথাযথভাবে সংরক্ষণ।**—(১) গ্রাহক বৈদ্যুতিক মিটার যথাযথভাবে সংরক্ষণ করিবেন।

(২) কোনো গ্রাহক মিটার যথাযথভাবে সংরক্ষণ না করিলে বিতরণ লাইসেন্সি মিটার অপসারণ, পরীক্ষণ এবং পুনঃস্থাপন করিতে পারিবে এবং উক্ত কারণে ব্যয়িত অর্থ গ্রাহকের নিকট হইতে আদায়যোগ্য হইবে।

১৫। **বিদ্যুৎ বিল সংক্রান্ত আপত্তি নিষ্পত্তির পদ্ধতি।**—(১) কোনো গ্রাহক বৈদ্যুতিক মিটার যথাযথভাবে সংরক্ষণ না করিলে বা বিদ্যুৎ বিল বা চার্জ পরিশোধে ব্যর্থ হইলে, লাইসেন্সি উক্ত গ্রাহককে অন্যূন ১০ (দশ) দিনের লিখিত নোটিশ প্রদান অথবা লিখিত নোটিশের পরিবর্তে গ্রাহকপ্রান্তে সরবরাহকৃত বিদ্যুৎ বিলের কপিতে স্পষ্টভাবে সংযোগ বিচ্ছিন্নের সময়সীমা উল্লেখ করিবে।

(২) উপ-বিধি (১) এ উল্লিখিত সময়সীমার মধ্যে কোনো গ্রাহক নোটিশে বা বিদ্যুৎ বিলের কপিতে দাবীকৃত অর্থ পরিশোধ করিবেন।

(৩) বিদ্যুৎ বিলে কোনো আপত্তি থাকিলে পূর্বের ১২ (বার) মাসের বিল গড় করিয়া অথবা গ্রাহকের লোড বিবেচনায় আপত্তিকৃত বিল সংশোধনপূর্বক দাবীকৃত বিলের অন্যূন ১০ (দশ) শতাংশ অর্থ জমা প্রদানপূর্বক গ্রাহক বিতরণ লাইসেন্সির স্থানীয় কর্মকর্তার উর্ধ্বতন কর্মকর্তার নিকট অন্যূন ১০ (দশ) কার্যদিবসের মধ্যে লিখিতভাবে আপত্তি দাখিল করিতে পারিবেন।

(৪) উপ-বিধি (৩) এর অধীন দাখিলকৃত আপত্তি উক্ত কর্মকর্তা অন্যূন ১৫ (পনেরো) কার্যদিবসের মধ্যে নিষ্পত্তি করিবেন।

(৫) উপ-বিধি (৩) এ উল্লিখিত কর্মকর্তার সিদ্ধান্তে গ্রাহক সংক্ষুব্ধ হইলে অন্যূন ১০ (দশ) কার্যদিবসের মধ্যে উক্ত সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে বিতরণ লাইসেন্সির প্রধান নির্বাহীর নিকট আপত্তি দাখিল করিতে পারিবেন।

(৬) প্রধান নির্বাহী উপ-বিধি (৫) এর অধীন দাখিলকৃত আপত্তি প্রাপ্তির অন্যূন ৩০ (ত্রিশ) কার্যদিবসের মধ্যে উহা নিষ্পত্তি করিবেন।

(৭) উপ-বিধি (৬) এর অধীন প্রদত্ত আদেশে যদি গ্রাহক সন্তুষ্ট না হন, অথবা অন্যূন ৩০ (ত্রিশ) কার্যদিবসের মধ্যে দাখিলকৃত আপত্তি নিষ্পত্তি না হয়, তাহা হইলে পরবর্তী ১৫ (পনেরো) কার্যদিবসের মধ্যে উক্ত গ্রাহক কমিশনে আপিল দায়ের করিতে পারিবেন এবং কমিশনের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে।

১৬। **বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্নকরণ।**—(১) লাইসেন্সি নিম্নবর্ণিত কারণে বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন করিতে পারিবে, যথা :—

(ক) বিধি ১৫ এর উপ-বিধি (১) এর অধীন প্রদত্ত নোটিশ বা বিদ্যুৎ বিলের কপিতে উল্লিখিত সময়সীমার মধ্যে কোনো গ্রাহক বিদ্যুৎ বিল পরিশোধে ব্যর্থ হইলে;

(খ) কোনো গ্রাহক বিদ্যুৎ সংযোগের জন্য প্রদত্ত জামানত প্রদান না করিলে বা অপর্যাপ্ত জামানত প্রদান করিলে, অথবা কোনো গ্রাহক পরিবর্তন হইলে পরিবর্তিত গ্রাহক জামানত প্রদানে ব্যর্থ হইলে;

(গ) কোনো গ্রাহক এমন কোনো যন্ত্রপাতি ব্যবহার করিয়াছেন বা যে স্থানে বিদ্যুৎ সরবরাহ করা হইয়াছে উহা এমনভাবে ব্যবহার করিয়াছেন, যাহা লাইসেন্সি কর্তৃক অন্য কোনো গ্রাহককে সরবরাহকৃত বিদ্যুৎ ব্যবহারের ক্ষেত্রে বাধার সৃষ্টি করে;

(ঘ) ব্যবহৃত বৈদ্যুতিক তার, ফিটিংস, পূর্তকর্ম এবং যন্ত্রপাতি ভাল অবস্থায় না থাকিবার কারণে বৈদ্যুতিক ব্যবস্থার ক্ষতি সাধিত হইলে;

(ঙ) কোনো গ্রাহক লাইসেন্সিকে নোটিশ প্রদান না করিয়া ব্যবহৃত বৈদ্যুতিক তার, ফিটিংস, পূর্তকর্ম বা যন্ত্রপাতির সংযোজন বা পরিবর্তন করিলে;

(চ) কোনো গ্রাহক এমনভাবে বিদ্যুৎ ব্যবহার করেন যাহাতে লাইসেন্সির বিদ্যুৎ লাইন বা পূর্তকর্মের ক্ষতি সাধিত হয় বা নিরাপত্তা বিঘ্নিত হয়;

(ছ) কোনো গ্রাহক কর্তৃক এমন পদ্ধতিতে বিদ্যুৎ ব্যবহার দেখানো হয়, যাহা উচ্চ ট্যারিফ হারে বিদ্যুৎ ব্যবহার হিসেবে আদায়যোগ্য;

(জ) কোনো গ্রাহক কর্তৃক মিটার, বিদ্যুৎ ব্যবহার নির্দেশক বা উক্তরূপ কোনো যন্ত্রের সিল, কভার, খোল, ইত্যাদি নষ্ট করিলে বা উহার উপর অবৈধ হস্তক্ষেপ (tempering) করিলে;

(ঝ) কোনো গ্রাহক কর্তৃক মিটার, বিদ্যুৎ ব্যবহার মাপার নির্দেশক অথবা উক্তরূপ কোনো যন্ত্রের ইনডেক্সের পরিবর্তন করিলে;

(ঞ) কোনো গ্রাহক কর্তৃক মিটার, বিদ্যুতের সর্বোচ্চ চাহিদা নির্দেশক বা উক্তরূপ যন্ত্রে বিদ্যুৎ সরবরাহ বা ব্যবহার লিপিবদ্ধ করিতে বাধাগ্রস্ত করিলে; এবং

(ট) কোনো গ্রাহক অবৈধভাবে বিদ্যুৎ ব্যবহার করিলে।

(২) কোনো গ্রাহক ৫০ (পঞ্চাশ) কিলোওয়াট বা তদূর্ধ্ব ক্ষমতাসম্পন্ন বৈদ্যুতিক স্থাপনা পরিদর্শন ও পরীক্ষণের জন্য তফসিল-১ এ উল্লিখিত ফি পরিশোধে ব্যর্থ হইলে, প্রধান বিদ্যুৎ পরিদর্শকের লিখিত অনুরোধ প্রাপ্তির পর লাইসেন্সি বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন করিতে পারিবে।

১৭। **সাময়িকভাবে বিদ্যুৎ বন্ধ করা।**—কোনো গ্রাহক সাময়িকভাবে বিদ্যুৎ বন্ধ করিতে চাহিলে সমুদয় বকেয়া বিদ্যুৎ বিল ও প্রযোজ্য চার্জ পরিশোধপূর্বক অন্যূন ৪৮ (আটচল্লিশ) ঘণ্টা পূর্বে লাইসেন্সিকে লিখিতভাবে অনুরোধ করিলে, লাইসেন্সি গ্রাহকের সংযোগ বিচ্ছিন্ন করিতে পারিবে।

১৮। **বিদ্যুৎ পুনঃসংযোগ।**—(১) লাইসেন্সি কর্তৃক বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন করা হইলে নিম্নবর্ণিত ক্ষেত্রে বিদ্যুৎ পুনঃসংযোগ করা যাইবে, যথা :—

(ক) যদি গ্রাহক পরিশোধযোগ্য বকেয়া বিল পরিশোধ করেন;

(খ) যদি গ্রাহক ত্রুটিগুলির সংশোধনপূর্বক পূর্বাবস্থায় আনয়ন করেন;

(গ) যদি গ্রাহক বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন ও পুনঃসংযোগ করিবার জন্য উদ্ভূত ব্যয় পরিশোধ করেন; এবং

(ঘ) জামানত প্রদান করেন।

(২) বিদ্যুৎ বিচ্ছিন্ন করিবার ৩ (তিন) দিনের মধ্যে কোনো গ্রাহক কোনো মামলা দায়েরকালে লাইসেন্সি কর্তৃক নিরূপিত অর্থ এবং অন্যবিধ চার্জ বা দায়, আদালতে জমা প্রদান করিলে, আদালত লাইসেন্সিকে বিদ্যুৎ পুনঃসংযোগ প্রদানের জন্য আদেশ দিতে পারিবেন :

তবে শর্ত থাকে যে, এইক্ষেত্রে লাইসেন্সিকে একটি অঙ্গিকারনামা দিতে হইবে যে, মামলার রায় যদি তাহার বিপক্ষে যায়, তাহা হইলে লাইসেন্সি আদালত কর্তৃক নির্ধারিত যুক্তিসঙ্গত মামলার খরচসহ জমাকৃত অর্থ ফেরত প্রদান করিবে।

(৩) কোনো খেলাপি গ্রাহক সমুদয় বকেয়া বিদ্যুৎ বিল পরিশোধ না করিয়া তাহার স্থাপনায় অথবা লাইসেন্সির অধীন অন্য কোনো স্থাপনায় নূতন কোনো বিদ্যুৎ সংযোগ গ্রহণ করিতে পারিবেন না।

(৪) কোনো গ্রাহক অন্যূন ৩ (তিন) মাসের মধ্যে বিদ্যুৎ পুনঃসংযোগ নিতে ব্যর্থ হইলে তাহার সংযোগ স্থায়ীভাবে বিচ্ছিন্ন বলিয়া গণ্য হইবে।

(৫) বিদ্যুৎ বিল বকেয়া রাখিয়া কোনো গ্রাহক মৃত্যুবরণ করিলে অথবা তাঁহার স্থাপনা হস্তান্তর করিলে উক্ত গ্রাহকের বকেয়া বিদ্যুৎ বিল তাহার বৈধ উত্তরাধিকারী অথবা হস্তান্তরগ্রহীতা বা তাহার উত্তরাধিকারীগণের নিকট হইতে আদায়যোগ্য হইবে।

১৯। **কমিশনে অভিযোগ দাখিল।**—(১) লাইসেন্সি কর্তৃক আইনের বিধান লঙ্ঘনের ফলে কোনো গ্রাহক ক্ষতিগ্রস্ত হইলে তিনি কমিশনে অভিযোগ দাখিল করিতে পারিবেন।

(২) উপ-বিধি (১) এর অধীন অভিযোগ প্রাপ্তির পর কমিশন সংশ্লিষ্ট পক্ষগণকে শুনানির সুযোগ প্রদান করিয়া উপযুক্ত সিদ্ধান্ত প্রদান করিবে।

(৩) যদি কমিশনের নিকট প্রতীয়মান হয় যে, যুক্তিসঙ্গত এবং আইনগত উপায়ে গ্রাহকের বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন করা হয় নাই, তাহা হইলে কমিশন লাইসেন্সির বিরুদ্ধে ক্ষতিপূরণের আদেশ প্রদান করিতে পারিবে।

২০। **অগ্রিম বিদ্যুৎ বিল প্রদান।**—(১) কোনো গ্রাহক পোস্ট পেইড মিটারের ক্ষেত্রে যে পদ্ধতিতে বিদ্যুৎ বিল পরিশোধ করিয়া থাকেন, একই পদ্ধতিতে তিনি অগ্রিম বিদ্যুৎ বিল প্রদান করিতে পারিবেন।

(২) বিদ্যুতের মূল্য হ্রাস-বৃদ্ধি হইলে অগ্রিম প্রদানকৃত বিলের সহিত উহা সমন্বয় করিতে হইবে।

(৩) লাইসেন্সি কর্তৃক পঞ্জিকাবর্ষ অনুযায়ী গ্রাহককে বিদ্যুৎ বিলের বিবরণী বা দাবীর পরিমাণ জানাইতে হইবে এবং বকেয়া না থাকিলে লাইসেন্সি পরবর্তী বৎসরের মার্চ মাসের মধ্যে না দাবী সনদপত্র জারি করিবে।

(৪) প্রি-পেইড বা স্মার্ট প্রি-পেইড মিটারের ক্ষেত্রে গ্রাহক সাধারণ নিয়মে অগ্রিম বিদ্যুৎ বিল প্রদান করিতে পারিবেন।

চতুর্থ অধ্যায়
সুরক্ষা এবং নিরাপত্তা ব্যবস্থা

২১। **সংযোগ প্রদানের পূর্বে লিকেজ বিষয়ে সতর্কতা।**—(১) কোনো আবেদনকারীর আঙ্গিনায় সংযোগ প্রদানের পূর্বে উক্ত সংযোগের অধীন আবেদনকারীর মোট বিদ্যুৎ চাহিদার ৫ (পাঁচ) হাজার ভাগের একভাগের বেশি বিদ্যুৎ লিকেজ হয় মর্মে যুক্তিসঙ্গতভাবে প্রতীয়মান হইলে, লাইসেন্সি সংশ্লিষ্ট আবেদনকারীর আঙ্গিনায় কোনো যন্ত্রে বিদ্যুৎ সংযোগ প্রদান করিবে না।

(২) যদি উপ-বিধি (১) এর অধীন বিদ্যুৎ সংযোগ প্রদান করা না হয়, তাহা হইলে সংশ্লিষ্ট আবেদনকারীকে কারণ উল্লেখপূর্বক একটি নোটিশ প্রদান করিতে হইবে।

২২। **গ্রাহকের আঙ্গিনায় লিকেজ।**—(১) যদি কোনো লাইসেন্সি যুক্তিসঙ্গতভাবে বিশ্বাস করে যে, কোনো গ্রাহকের বিদ্যুৎ সিস্টেমে লিকেজ রহিয়াছে যাহা বিপদ ঘটাইবার কারণ হইতে পারে, তাহা হইলে তিনি যন্ত্রটি পরিদর্শন ও পরীক্ষা করিবার অভিপ্রায় জানাইয়া যুক্তিসঙ্গত সময় দিয়ে গ্রাহককে নোটিশ প্রদান করিতে পারিবে।

(২) উপ-বিধি (১) এর অধীন নোটিশ প্রাপ্তির পর গ্রাহক যদি যুক্তিসঙ্গতভাবে পরিদর্শন ও পরীক্ষার সুযোগ প্রদান না করেন অথবা গ্রাহকের সিস্টেমে সর্বোচ্চ সরবরাহের ৫ (পাঁচ) হাজার ভাগের একভাগের অধিক লিকেজ দেখা যায়, তাহা হইলে লাইসেন্সি গ্রাহককে তাৎক্ষণিকভাবে নোটিশ প্রদান করিয়া উল্লিখিত সিস্টেমে বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ করিতে পারিবে এবং লিকেজের কারণ দূরীভূত না হওয়া পর্যন্ত পুনরায় সংযোগ পুনঃস্থাপন করিতে পারিবে না।

২৩। **লিকেজ সম্পর্কে পরিদর্শকের নিকট আবেদন।**—(১) বিধি ২১ ও ২২ এর অধীনে লাইসেন্সি কোনো আবেদনকারী বা গ্রাহককে বিদ্যুৎ সংযোগ দিতে অস্বীকার করিলে বা সংযোগ বন্ধ করিলে বা তাহার সিস্টেমে বিদ্যুৎ সংযোগ পুনঃস্থাপনে বিলম্ব করিলে, সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি সংশ্লিষ্ট পরিদর্শকের নিকট এতদ্‌বিষয়ে আবেদন করিতে পারিবেন।

(২) উপ-বিধি (১) এর অধীন আবেদন করা হইলে পরিদর্শক তফসিল-১ এ উল্লিখিত ফি গ্রহণপূর্বক আবেদনকারী বা গ্রাহকের যন্ত্রপাতি অথবা বিদ্যুৎ সিস্টেমের মধ্যে কোনো লিকেজ আছে কিনা তাহা পরীক্ষা করিবার ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবেন।

(৩) উপ-বিধি (২) এর অধীন পরীক্ষা আবেদনপত্র প্রাপ্তির ৪৮ (আটচল্লিশ) ঘণ্টা বা ফি প্রদানের মধ্যে যেটি পরে হয়, সে আলোকে সম্পাদন করিবেন।

(৪) যদি পরিদর্শক পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পান যে, আবেদনকারী কর্তৃক সর্বোচ্চ বিতরণ চাহিদার ৫ (পাঁচ) হাজার ভাগের একভাগের কম বিদ্যুৎ আবেদনকারীর সিস্টেম হইতে লিকেজ হইতেছে, তাহা হইলে পরিদর্শক লাইসেন্সিকে ২৪ (চব্বিশ) ঘণ্টার মধ্যে বিদ্যুৎ সরবরাহ করিতে বা বিদ্যুৎ সরবরাহ চালু করিতে নোটিশ প্রদান করিবেন।

(৫) উপ-বিধি (৪) এর অধীন বিদ্যুৎ সংযোগের নির্দেশ প্রদান করা হইলে, কোনো গ্রাহক বা আবেদনকারীর যে খরচ হইয়াছে উহা ফেরত প্রদানের জন্য পরিদর্শক লাইসেন্সিকে নির্দেশ দিতে পারিবেন।

২৪। **গ্রাহককে ভোল্টেজ লেভেল সম্পর্কে ঘোষণা।**—কোনো গ্রাহককে বিদ্যুৎ সরবরাহের পূর্বে লাইসেন্সি যে ভোল্টেজ লেভেলে বিদ্যুৎ সরবরাহ করিবে সে সম্পর্কে অবগত করিবে এবং উহা বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন কর্তৃক অনুমোদিত গ্রিড কোডে উল্লিখিত ভোল্টেজের তারতম্যের বেশি হইতে পারিবে না:

তবে শর্ত থাকে যে, পরীক্ষার প্রয়োজনে বা কাজের জটিলতার জন্য যতটুকু সময় প্রয়োজন ততটুকু সময়ের জন্য লাইসেন্সি বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ করিতে পারিবে এবং গ্রাহকগণ যেন উহার দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত না হন, সেকারণে অন্যূন ২৪ (চব্বিশ) ঘণ্টা পূর্বে এতদ্‌সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি প্রদান করিবে:

আরো শর্ত থাকে যে, গ্রাহক কর্তৃক আপত্তি উত্থাপিত হইলে জরুরি প্রয়োজন ব্যতীত, সরকারের পূর্বানুমতি গ্রহণ ব্যতিরেকে বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ করা যাইবে না।

২৫। **লাইসেন্সি কর্তৃক বিদ্যুৎ সরবরাহের ফ্রিকোয়েন্সি সম্পর্কে ঘোষণা।**—বিদ্যুৎ সরবরাহের তারিখ হইতে লাইসেন্সি কী ফ্রিকোয়েন্সিতে বিদ্যুৎ সরবরাহ করিবে উহা গ্রাহকের নিকট ঘোষণা প্রদান করিবে, এবং ব্যতিক্রম ব্যতীত, উক্ত সরবরাহের ফ্রিকোয়েন্সি অনুমোদিত গ্রিড কোডে উল্লিখিত ভোল্টেজের তারতম্যের মধ্যে থাকিতে হইবে।

২৬। **মিটারে ত্রুটির সীমা।**—গ্রাহকের আঙ্গিনায় স্থাপিত মিটারে ত্রুটির গ্রহণযোগ্য সীমা নিম্নরূপ হইবে, যথা :—

(ক) বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ডস এন্ড টেস্টিং ইন্সটিটিউশন (বিএসটিআই) কর্তৃক নির্ধারিত ত্রুটি সীমার মধ্যে;

(খ) বিএসটিআই কর্তৃক মিটারের ত্রুটি সীমা নির্ধারিত না হইলে সরাসরি সংযোজিত মিটারের ক্ষেত্রে ত্রুটির সীমা শ্রেণি ১.০ (এক দশমিক শূন্য) হইবে এবং ইন্সট্রুমেন্ট দ্বারা সংযোজিত মিটারের ক্ষেত্রে ত্রুটির সীমা শ্রেণি ০.২ (শূন্য দশমিক দুই) হইবে; এবং

(গ) লোড বিহীন অবস্থায় মিটারে কোনো রিডিং লিপিবদ্ধ হইবে না।

২৭। **মধ্যম, উচ্চ, অতি উচ্চ চাপের সংযোগের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য বিধানাবলি।**—(১) মধ্যম, উচ্চ, অতি উচ্চ চাপের বিদ্যুৎ সংযোগ প্রদানের পূর্বে প্রধান বিদ্যুৎ পরিদর্শক তাহার এখতিয়ারভুক্ত মধ্যম, উচ্চ, অতি উচ্চ চাপের গ্রাহকের সংযোগ স্থল যথাযথভাবে পরীক্ষাপূর্বক নির্ধারিত সময়ের মধ্যে লিখিত অনুমতি প্রদান করিবেন এবং উক্ত ফলাফল লিপিবদ্ধ করিয়া গ্রাহকের নথিতে সংরক্ষণ করিবেন।

(২) মধ্যম, উচ্চ, অতি উচ্চ চাপের বিদ্যুৎ সংযোগ প্রদানের পূর্বে বিদ্যুৎ বিতরণ সংস্থা বা কোম্পানি কর্তৃক যথাযথভাবে তারের ইন্সুলেশন টেস্ট, কন্টিনিউটি টেস্ট, লিকেজ কারেন্ট টেস্ট, গ্রাউন্ডিং, মেইন সুইচ ও ওয়্যারিং তারের ক্ষমতা ইত্যাদি পরীক্ষাপূর্বক ফলাফল লিপিবদ্ধ করিতে হইবে এবং উহা গ্রাহকের নথিতে সংরক্ষণ করিতে হইবে।

(৩) মধ্যম, উচ্চ, অতি উচ্চ চাপের গ্রাহকের ক্ষেত্রে বিদ্যুৎ বিতরণ সংস্থা বা কোম্পানি কর্তৃক বিদ্যুৎ সংযোগ প্রদানের পূর্বে গ্রাহক কর্তৃক স্থাপিত উপ-কেন্দ্রের ক্ষমতা, নিম্ন চাপ ও মধ্যম, উচ্চ, অতি উচ্চ চাপের গিয়ারের ক্ষমতা, পিএফআই যন্ত্র, ওয়্যারিং, গ্রাউন্ডিং, প্রযোজ্য ক্ষেত্রে, বোরিং বা মেশ গ্রাউন্ডিং, সার্কিট ব্রেকারের ট্রিপিং কারেন্ট ও ট্রিপিং টাইম ইত্যাদি পরীক্ষাপূর্বক লিপিবদ্ধ করিতে হইবে এবং উহা গ্রাহকের নথিতে সংরক্ষণ করিতে হইবে।

২৮। **গ্রাহকের আঙ্গিনায় কাজ করিবার ক্ষেত্রে লাইসেন্সির দায়িত্বাবলি।**—লাইসেন্সি উহার মালিকানাধীন বা নিয়ন্ত্রণাধীন বিদ্যুৎ সরবরাহ লাইন ও যন্ত্রপাতি গ্রাহকের আঙ্গিনায় যথাযথ সতর্কতা অবলম্বন করিয়া বিপদমুক্ত অবস্থায় স্থাপন ও সংরক্ষণ করিবে।

২৯। **গ্রাহকের আঙ্গিনায় সার্ভিস লাইন।**—(১) লাইসেন্সি কর্তৃক গ্রাহকের আঙ্গিনায় স্থাপিত সার্ভিস লাইনসমূহ, মাটির নীচে বা মই বা অন্য কোনো বিশেষ যন্ত্র ব্যতীত, সর্বসাধারণের নাগালের বাহিরে মাটির উপর স্থাপন করিতে হইবে এবং উহা এমনভাবে বিদ্যুৎ অপরিবাহী ও প্রতিরোধী করিতে হইবে যেন সাধারণ অবস্থায় বৈদ্যুতিক, যান্ত্রিক, রাসায়নিক বা অন্য কোনো প্রকার আঘাত বা আর্দ্রতা থেকে নিরাপদ থাকে।

(২) একই আবাসিক ভবন, বাণিজ্যিক ভবন, শিল্প কারখানায় বা আঙ্গিনায় কোনো গ্রাহককে একটির বেশি উচ্চচাপ বিদ্যুৎ সংযোগ বা সার্ভিস ড্রপ দেওয়া যাইবে না:

তবে শর্ত থাকে যে, সরকারের অনুমোদনক্রমে বিশেষ ক্ষেত্রে একাধিক উচ্চচাপ সার্ভিস ড্রপ বা সংযোগ প্রদান করা যাইবে।

৩০। **গ্রাহকের আঙ্গিনায় কাট-আউট।**—লাইসেন্সি প্রত্যেক সার্ভিস লাইনের প্রতিটি পরিবাহীর সুবিধাজনক স্থানে, কোনো সিস্টেমের ভূ-সংযুক্ত (earthing) নিরপেক্ষ পরিবাহী বা সমকেন্দ্রিক ক্যাবলের ভূ-সংযুক্ত বহিস্থ পরিবাহী ব্যতীত, গ্রাহকের আঙ্গিনায় ও নাগালের মধ্যে এবং যতদূর সম্ভব, এন্ট্রি পয়েন্টের কাছাকাছি স্থানে একটি কাট-আউট স্থাপন করিবে:

তবে শর্ত থাকে যে, একটি সার্ভিস লাইন হইতে একাধিক গ্রাহককে বিদ্যুৎ সরবরাহ করা হইলে, সংশ্লিষ্ট কোনো গ্রাহককে প্রয়োজনানুসারে সাধারণ সার্ভিসের সংযোগ স্থলে আলাদা কাট-আউট প্রদান করা যাইবে।

৩১। **খোলা পরিবাহীর অভিগম্যতা।**—কোনো দালানে খোলা পরিবাহী ব্যবহারের ক্ষেত্রে উক্ত পরিবাহীর মালিক এই মর্মে নিশ্চয়তা প্রদান করিবেন যে, তাহা মই বা অন্য যন্ত্র ব্যতীত অভিগম্য নহে এবং উক্ত পরিবাহীকে নিষ্ক্রিয় করিবার জন্য, প্রয়োজনে, সুইচ সরবরাহ করিতে হইবে।

৩২। **যন্ত্রপাতি পরিচালনা।**—কোনো পরিবাহী বা যন্ত্রপাতি ব্যবহার করিবার পূর্বে উক্ত পরিবাহী বা যন্ত্রে বিদ্যুৎ প্রবাহ না দেওয়ার জন্য অথবা সন্নিহিত পরিবাহী বা যন্ত্রকে বিপদমুক্ত করিবার জন্য এবং অসাবধানতাবশত বৈদ্যুতিক চার্জযুক্ত না হইতে পারে সেইজন্য ভূ-সংযুক্ত করিয়া বা অন্য কোনো সুবিধাজনক পদ্ধতি ব্যবহার করিয়া যথাযথ সর্তকতা অবলম্বন করিতে হইবে।

৩৩। **যন্ত্রপাতি মেরামত।**—কোনো বৈদ্যুতিক যন্ত্র বা যন্ত্রপাতি চালু থাকাকালীন সংশ্লিষ্ট কাজে অভিজ্ঞ ব্যক্তি ব্যতীত অন্য কোনো ব্যক্তির দ্বারা উক্ত যন্ত্র বা যন্ত্রপাতি মেরামত করা যাইবে না।

৩৪। **যানবাহন, ইত্যাদিতে বিদ্যুৎ সরবরাহ।**—কোনো যানবাহন, ট্রেন, মেট্রোরেল, চলমান ক্রেইন বা অনুরূপ যন্ত্রে বিদ্যুৎ সরবরাহ গ্রহণের সময় সংশ্লিষ্ট সংযোগ গ্রহণকারী নিশ্চিত করিবেন যে, উক্তরূপ যন্ত্রপাতি বা তদ্‌সংশ্লিষ্ট সিস্টেমের বৈদ্যুতিক নিরাপত্তামূলক সরঞ্জামাদি যথাযথভাবে স্থাপন করা হইয়াছে এবং উক্তরূপ যন্ত্রপাতির চলাচলের পথ (metal rails) নিরবচ্ছিন্ন ও যথোপযুক্তভাবে ভূ-সংযুক্ত করা হইয়াছে।

৩৫। **সহজে বহনযোগ্য মটরের জন্য তার।**—(১) বিশেষভাবে নমনীয়, যথাযথভাবে বিদ্যুৎ নিরোধক ও যান্ত্রিক আঘাত হইতে প্রতিরোধী বা মুক্ত না হওয়া পর্যন্ত বহনযোগ্য মোটরের ক্ষেত্রে কোনো তার ব্যবহার করা যাইবে না।

(২) কোনো তার যখন প্রতিরোধী ধাতব পদার্থ দ্বারা আবৃত হইবে, তখন মোটর ও ভূমির সহিত কভারটির ধাতব সংযোগ থাকিতে হইবে।

৩৬। **বৈদ্যুতিক শকাক্রান্ত ব্যক্তির উদ্ধারের নির্দেশাবলি।**—(১) বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র, উপ-কেন্দ্র, বিদ্যুৎ লাইন এবং কারখানার যেইস্থানে বিদ্যুৎ ব্যবহৃত হয় সেইস্থানের সহজে দৃষ্টিগ্রাহ্য হয় এইরূপ কোনো স্থানে সংশ্লিষ্ট মালিক বৈদ্যুতিক শকাক্রান্ত ব্যক্তির পুনরুদ্ধার বিষয়ে বাংলা ও ইংরেজিতে নির্দেশিকা টাঙ্গাইয়া রাখিবেন।

(২) পরিদর্শক উক্ত নির্দেশিকার অনুলিপি সরকার কর্তৃক নির্ধারিত মূল্যে সরবরাহ করিবেন।

(৩) প্রত্যেক উৎপাদন কেন্দ্র ও উপ-কেন্দ্রের কারখানার মালিক এই মর্মে নিশ্চয়তা প্রদান করিবেন যে, তাহার দ্বারা নিয়োগ লাভকারী সকল দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি এই বিধিতে বর্ণিত নির্দেশ সম্পর্কে অবগত আছেন ও তাহা পালন করিতে সক্ষম।

৩৭। **লাইসেন্সপ্রাপ্ত ঠিকাদার বা সনদপ্রাপ্ত ব্যক্তি ব্যতীত বৈদ্যুতিক কাজ না করা।**—বাতি, পাখা, ফিউজ, সুইচ পুনঃসংযোগের কাজ ব্যতীত অন্যান্য সকল বৈদ্যুতিক সংযোগ, পরিবর্তন, মেরামত ও বর্তমান স্থাপনার কোনো কাজ এবং অন্যান্য স্থাপনার কাজের অংশবিশেষ লাইসেন্সপ্রাপ্ত ঠিকাদার, লাইসেন্সি ও সরকার কর্তৃক প্রদত্ত যোগ্যতা সনদপ্রাপ্ত ব্যক্তির তদারকি ব্যতীত সম্পন্ন করা যাইবে না:

তবে শর্ত থাকে যে, সরকার গেজেট বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে উক্তরূপ যেকোনো ধরনের সাধারণ কাজের ক্ষেত্রে বা কোনো নির্ধারিত শ্রেণির গ্রাহক বা মালিকের পক্ষে কাজের ক্ষেত্রে লাইসেন্সে প্রদত্ত বৈদ্যুতিক ঠিকাদারের জন্য উপর্যুক্ত শর্ত শিথিল করিতে পারিবে।

৩৮। **যন্ত্রপাতি তৈরি, অপরিবাহী ও মাটিতে প্রোথিতকরণ।**—(১) বিদ্যুৎ সরবরাহ লাইন ও যন্ত্রপাতি, যতদূর সম্ভব, ব্যবহার উপযোগী করিয়া তৈরি, স্থাপন ও রক্ষণাবেক্ষণ করিতে হইবে যাহাতে বিপদ প্রতিরোধ করা যায়।

(২) সকল নিরোধক (insulating) দ্রব্যাদি উহার প্রস্তাবিত ব্যবহারের সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া নির্বাচন করিতে হইবে এবং উহার যথাযোগ্য তাপমাত্রা ও আর্দ্রতা বিরোধী কার্যক্ষমতা নিশ্চিত করিতে হইবে।

(৩) নিরোধক দ্রব্যাদির সক্রিয় অংশ যাহাতে কোনো ব্যক্তির দ্বারা স্পর্শ করা সহজ হয়, এমনভাবে উন্মুক্ত থাকিবে না।

(৪) নিম্নবর্ণিত ক্ষেত্র ব্যতীত বিদ্যুৎ সিস্টেমের কোনো অংশ ভূমি হইতে যথাযথ নিরোধক অবস্থায় রাখিতে হইবে, যথা :—

(ক) বহুফেজ (polyphase) সিস্টেমস্থ নিরপেক্ষ পয়েন্টের শুধু একটি পয়েন্ট ভূ-সংযুক্ত রাখা যাইবে; এবং

(খ) সমকেন্দ্রিক সিস্টেম ব্যতীত অন্যান্য সিস্টেমের মধ্য-ভোল্টেজ পয়েন্ট ভূ-সংযুক্ত রাখা যাইবে।

(৫) কোনো গ্রাহকের বাড়িতে বা বাড়ির গুরুত্বপূর্ণ স্থানে বা বিদ্যুৎ সরবরাহ স্থানের নিকটস্থলে সহজে মোছা যাইবে না এমন কঠিন আবরণে বাংলা ও ইংরেজিতে এতদ্সম্পর্কিত তালিকা লাইসেন্সি কর্তৃক ঝুলাইয়া রাখিতে ও সংরক্ষণ করিতে হইবে।

(৬) নিরাপত্তা নিশ্চিতকল্পে পরিদর্শক উক্তরূপ স্থাপনায় ২ (দুই) বৎসর অন্তর অন্তর পরিদর্শন করিবেন এবং প্রধান বিদ্যুৎ পরিদর্শকের নিকট প্রতিবেদন দাখিল করিবেন।

(৭) কোনো সাধারণ সার্ভিস লাইন হইতে একই আঙ্গিনায় একাধিক গ্রাহককে বিদ্যুৎ সরবরাহ প্রদান করা হইলে, উপ-বিধি (৫) এর অধীন তালিকা প্রত্যেক গ্রাহকের কাট-আউট বোর্ডে সংযুক্ত করিয়া দিতে হইবে।

(৮) লাইসেন্সি ব্যতীত অন্য কাহারো দ্বারা বিদ্যুৎ সরবরাহ করা হইলেও উপ-বিধি (৫) মোতাবেক প্রত্যেক গ্রাহকের আঙ্গিনায় সংশ্লিষ্ট লাইসেন্সি কর্তৃক উক্তরূপ তালিকা প্রদান করিতে হইবে।

৩৯। **চার্জজনিত দুর্ঘটনা**।—কোনো সার্কিট ও যন্ত্রপাতির মালিক এমনভাবে উক্ত সার্কিট ও যন্ত্রপাতিগুলি বিন্যস্ত করিবেন, যাহাতে উহার কোনো অংশে কাঙ্ক্ষিত ও নির্ধারিত চাপে বা যে কোনো চাপে চার্জজনিত কোনো দুর্ঘটনা ঘটিতে না পারে।

৪০। **ভূ-সংযুক্ত পরিবাহী ও ভূ-সংযুক্ত নিরপেক্ষ পরিবাহীর পরিচিতি এবং সুইচ ও কাট-আউট এর অবস্থান**।—দুই তারবিশিষ্ট ভূ-সংযুক্ত পরিবাহীসহ যেকোনো পরিবাহীর ক্ষেত্রে বা বহু তারবিশিষ্ট নিরপেক্ষ পরিবাহীর ক্ষেত্রে বা সংযোগ দিতে হইবে এমন পরিবাহীর ক্ষেত্রে নিম্নবর্ণিত ব্যবস্থাসমূহ নিশ্চিত ও প্রতিপালন না করিয়া বিদ্যুৎ সরবরাহ প্রদান করা যাইবে না, যথা :—

(ক) ভূ-সংযুক্ত বা ভূ-সংযুক্ত নিরপেক্ষ পরিবাহী বা সংযোগ দিতে হইবে এমন পরিবাহীর মালিক স্থায়ী নির্দেশনা (indication) প্রদান করিবেন, যাহাতে উক্ত পরিবাহীটি অন্য কোনো সক্রিয় পরিবাহী হইতে পার্থক্য নির্দেশ করে;

(খ) ভূ-সংযুক্ত পরিবাহী বা ভূ-সংযুক্ত নিরপেক্ষ পরিবাহী বিদ্যুৎ সরবরাহ স্থানে বা উহার নিকটস্থ পয়েন্টের কাছাকাছি স্থানে লাইসেন্সির দৃষ্টিগোচরে রাখিতে হইবে;

(গ) যেখানে একটি পরিবাহী একজন গ্রাহকের সিস্টেমের অংশবিশেষ, সেখানে উহা একজন লাইসেন্সির ভূ-সংযোগ বা ভূ-সংযুক্ত নিরপেক্ষ পরিবাহীর যে বিন্দুতে সংযোগ প্রদেয় সেই বিন্দুতে সংযোগ দিতে হইবে;

(ঘ) অন্যান্য সকল ক্ষেত্রে কোনো সরবরাহস্থলের সহিত সঙ্গতিপূর্ণ পয়েন্টে বা পরিদর্শক কর্তৃক অনুমোদিত পয়েন্টে উহা হইতে হইবে; এবং

(ঙ) ভূ-সংযোগ বা সক্রিয় পরিবাহীর সহিত যুগপৎভাবে কার্যকর সুইচের সংযোগ ব্যতীত অন্যান্য কাট-আউট, সংযোগ বা সুইচ দুই তারবিশিষ্ট ভূ-সংযুক্ত পরিবাহীর ভিতর বা

বহু তারবিশিষ্ট সিস্টেমের ভূ-সংযুক্ত নিরপেক্ষ পরিবাহীর ভিতর বা সংযোগ দিতে হইবে এমন পরিবাহীর ভিতর নিম্নবর্ণিত ব্যতিক্রমী ক্ষেত্র ছাড়া প্রবেশ করানো যাইবে না, যথা :—

(অ) পরীক্ষার নিমিত্ত কোনো সংযোগ;

(আ) যে কোনো জেনারেটর বা ট্রান্সফরমার নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে ব্যবহৃত সুইচ; এবং

(ই) ভূ-সংযোগ বা ভূ-সংযোগ নিরপেক্ষ পরিবাহীর সহিত সংযোগ রক্ষার জন্য বা উৎপাদন কেন্দ্র বা উপ-কেন্দ্রে পরীক্ষা বা জরুরি প্রয়োজনে ভূমির সংযোগের ক্ষেত্রে।

৪১। **বিদ্যুৎ সরবরাহ লাইনে ধাতব পদার্থ অতিক্রম করা।**—(১) যখন কোনো বিদ্যুৎ সরবরাহ লাইনে ধাতব পদার্থ অতিক্রম করে বা ধাতব পদার্থের নিকটবর্তী হয়, তখন সরবরাহ লাইসেন্সি কর্তৃক ধাতব পদার্থটি চার্জ না হইবার জন্য পরিদর্শক কর্তৃক অনুমোদিত সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে।

(২) যদি অনুরূপ ধাতব পদার্থ দ্বারা বিদ্যুৎ সরবরাহ লাইন নির্ধারিত সীমার বাহিরে নুইয়ে পড়ে বা sag হয়, তাহা হইলে উক্তরূপ সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণের ব্যয় লাইসেন্সিকে উক্ত ধাতব পদার্থের বিতরণ লাইসেন্সি কর্তৃক প্রদান করিতে হইবে।

৪২। **কাট-আউট, সার্কিট ব্রেকার, ইত্যাদি বা অন্যবিধ প্রতিরোধ ব্যবস্থা।**—কোনো বিদ্যুৎ গ্রাহক, কোনো সিস্টেমের ভূ-সংযুক্ত নিরপেক্ষ পরিবাহী বা সমকেন্দ্রিক ক্যাবলের বহিঃস্থ পরিবাহী ব্যতীত সুবিধাজনক স্থানে কাট-আউট, সার্কিট ব্রেকার, ইত্যাদি বা অন্যবিধ প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন এবং উক্ত কাট-আউট, সার্কিট ব্রেকার, ইত্যাদি অগ্নি নির্বাপণ ব্যবস্থার অধীন থাকিবে।

৪৩। **ধাতব বাক্স।**—বিদ্যুৎ সরবরাহ লাইন বা যন্ত্র ধারণকারী ও নিরাপত্তা দানকারী সকল ধাতব বাক্স বা ধাতব আবরণে ভূ-সংযোগ প্রদান করিতে হইবে এবং উত্তম যান্ত্রিক ও বৈদ্যুতিক সংযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে বাক্সের সহিত খোলা জায়গায় উক্ত সংযোগ প্রদান করিতে হইবে।

৪৪। **সংযোগ বাক্স।**—লাইসেন্সি কর্তৃক সংযোগ বাক্স বা পোলে রক্ষিত যন্ত্রের নিরাপত্তা এমনভাবে নিশ্চিত করিতে হইবে, যেন একটি বিশেষ যন্ত্রের মাধ্যমে তাহা খোলা যায়।

৪৫। **বিভিন্ন ভোল্টেজের সার্কিট চিহ্নিতকরণ।**—প্রত্যেক বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র, উপ-কেন্দ্র, সংযোগ বাক্স বা পিলারে, যেখানে বিভিন্ন ভোল্টেজে কাজ করিতে হয়, সেইখানে কোনো বর্তনী (circuit) বা যন্ত্র থাকিলে এমনভাবে সংরক্ষণ করিতে হইবে যেন উহা একটি হইতে অন্যটি পৃথক ও সতর্কতামূলক দূরত্ব বজায় থাকে।

৪৬। **ভূ-সংযোগ।**—(১) ভূ-সংযোগের সহিত সম্পৃক্ত নিম্ন ও মধ্যম ভোল্টেজের সিস্টেমের ক্ষেত্রে নিম্নবর্ণিত বিধানাবলি প্রযোজ্য হইবে, যথা :—

(ক) ৩ (তিন) ফেজের ৪ (চার) তার সিস্টেমের নিউট্রাল পরিবাহী এবং ২ (দুই) ফেজের ৩ (তিন) তার সিস্টেমের মধ্যম পরিবাহীর ক্ষেত্রে জেনারেটিং স্টেশন বা সাব-স্টেশনে স্বতন্ত্র সিস্টেমের শুধু একটি পয়েন্টে ভূ-সংযোগ দিতে হইবে, যাহা কমপক্ষে ২ (দুই) টি পৃথক স্বতন্ত্র প্রকৃতির পরিবাহী হইবে, এবং যদি স্থাপনাটি বহুবিধ ভূ-সংযোগ বিশিষ্ট হয়, সেইক্ষেত্রে বিতরণ সিস্টেম বা সার্ভিস লাইনে বা গ্রাহক আঙ্গিনার যে কোনো এক বা একাধিক পয়েন্টেও ভূ-সংযোগ দিতে হইবে;

(খ) বিদ্যুৎ সরবরাহ লাইনে সমকেন্দ্রিক ক্যাবল সিস্টেমের ক্ষেত্রে অনুরূপ ক্যাবলের বহিঃ পরিবাহীতেও ২ (দুই) টি পৃথক ও আলাদাভাবে ভূ-সংযোগ দিতে হইবে;

(গ) পরীক্ষা বা ত্রুটি চিহ্নিত করিবার উদ্দেশ্যে সংযোগ সাময়িকভাবে বিচ্ছিন্ন রাখিবার জন্য উক্ত ভূ-সংযোগের সহিত একটি লিংক সংযুক্ত করিতে হইবে;

(ঘ) ভূ-সংযোগ প্রদানের ক্ষেত্রে নিম্নবর্ণিত বিধানাবলি প্রযোজ্য হইবে, যথা :—

(অ) ৩ (তিন) তারের (ডাইরেক্ট কারেন্ট) সিস্টেমের ক্ষেত্রে জেনারেটিং স্টেশনের মধ্যম পরিবাহীটিকে ভূ-সংযোগ করিতে হইবে এবং মধ্যম পরিবাহী হইতে ভূমিতে প্রবহমান বিদ্যুৎ সার্বক্ষণিক রেকর্ড করিতে হইবে;

(আ) যখন মধ্যম পরিবাহী সমান্তরালে সংযুক্ত রোধের দ্বারা সার্কিট ব্রেকার দিয়ে ভূ-সংযুক্ত থাকে, তখন উক্ত রোধটি ১০ (দশ) ওহমের বেশি হইতে পারিবে না, এবং সার্কিট ব্রেকারটি খোলা হইলে শীঘ্রই সিস্টেমের অন্তরণ (insulation) বৃদ্ধির ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে এবং সার্কিট ব্রেকারটি যথাশীঘ্র পুনঃসংযোগ করিতে হইবে;

(ই) ডাইরেক্ট কারেন্ট সিস্টেমের ভূ-সংযোগের ক্ষেত্রে পর্যবেক্ষণ ও সতর্কতামূলক যন্ত্র ব্যবস্থার নিরাপত্তা হিসেবে রোধ ব্যবহার করা যাইবে এবং উক্ত ত্রুটিযুক্ত ভূ-সংযোগটি অবিলম্বে নির্ণয় ও অপসারণ করিতে হইবে;

(ঙ) এসি সিস্টেমের ক্ষেত্রে, সুইচ-গিয়ার বা যন্ত্রপাতি, কাট-আউট বা সার্কিট ব্রেকার ইত্যাদির অপারেশনের প্রয়োজন না হইলে ভূ-সংযোগে কোনো প্রকার প্রতিবন্ধকতা ব্যবহার করা যাইবে না এবং সংযোগ দিয়ে স্বাভাবিকভাবে ভূমিতে লিকেজ কারেন্ট যাইতেছে কিনা, প্রযোজ্য ক্ষেত্রে, উক্তরূপ কোনো পরীক্ষার ফলাফল সরবরাহকারী কর্তৃক লিপিবদ্ধ করিতে হইবে;

(চ) কোনো ব্যক্তি তাহার মালিকানা বহির্ভূত পানি সরবরাহ ব্যবস্থার সহিত লাইসেন্সি বা বিদ্যুৎ পরিদর্শকের সম্মতি ব্যতীত ভূ-সংযোগ দিতে বা তাহা অব্যাহত রাখিতে পারিবেন না; এবং

(ছ) উল্লিখিতভাবে ভূ-সংযুক্ত এসি সিস্টেমে বৈদ্যুতিকভাবে আন্তঃসংযোগ দেওয়া যাইবে:

তবে শর্ত থাকে যে, উক্তরূপ সকল সংযোগ সংশ্লিষ্ট বিদ্যুৎ সরবরাহ লাইনের সহিত ধাতব সিট এবং ধাতব বর্ম (armouring) দিয়ে, যদি থাকে, সংযুক্ত রাখিতে হইবে।

(২) সকল জেনারেটর, স্টেশনারি মোটর, এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে, বহনযোগ্য মোটর এবং পরিবাহী হিসেবে ব্যবহৃত নয় এইরূপ ট্রান্সফরমারের ধাতব যন্ত্রাংশের কাঠামো এবং বিদ্যুৎ নিয়ন্ত্রণ ও রেগুলেটিং এর জন্য ব্যবহৃত অন্যান্য যন্ত্রপাতি এবং মধ্যম পর্যায়ের বিদ্যুতের সাহায্যে চালিত যন্ত্রসমূহ মালিক কর্তৃক ২ (দুই) টি পৃথক ও স্বতন্ত্র সংযোগের মাধ্যমে ভূ-সংযুক্ত করিতে হইবে, এইরূপ সংযোগের একটি ধাতব বাক্স বিধি ৪৩ এর বিধান সাপেক্ষে স্থাপন করিতে হইবে।

(৩) যন্ত্র ও বিদ্যুৎ সরবরাহ লাইনে বিদ্যুৎ সরবরাহের পূর্বে ভূ-সংযুক্ত কার্যকারিতা নিশ্চিত করিবার জন্য সকল সিস্টেমের ভূ-সংযুক্ত রোধ পরীক্ষা করিতে হইবে।

(৪) সরবরাহকারীর মালিকানাধীন সকল ভূ-সংযুক্ত সিস্টেমের রোধ শুষ্ক মৌসুমের অনার্দ্র দিনে অন্যূন ২ (দুই) বৎসরে একবার পরীক্ষা করিতে হইবে।

(৫) পরীক্ষার ফলাফলের রেকর্ড অন্যূন ২ (দুই) বৎসরের জন্য সরবরাহকারী কর্তৃক সংরক্ষণ করিতে হইবে এবং উহা প্রয়োজনে পরিদর্শকের জন্য উন্মুক্ত রাখিতে হইবে।

(৬) ভূ-রোধ স্বাভাবিকভাবে ১ (এক) ওহমের উপরে হইতে পারিবে না এবং স্থাপনার ভূ-সংযুক্ত একটি ফেজে অবহেলাবশত ত্রুটি সৃষ্টি হইলে বা সন্নিহিত অনাবৃত নন-আর্থেড পরিবাহী দ্বারা সন্নিকটে আসিলে ফিউজের নির্ধারিত হারের ৩ (তিন) গুণ শক্তি বৃদ্ধি পাইতে পারে, যাহাতে ওভারলোড সার্কিট ব্রেকারের সুস্থিতির দেড়গুণ বেশি হইলে ত্রুটিপূর্ণ বর্তনী নিষ্ক্রিয় হইয়া যায় এবং চাহিদা পূরণে অক্ষম এমন সকল ক্ষেত্রে আর্থ লিকেজ সার্কিট ব্রেকার স্থাপন করিতে হইবে।

৪৭। **মধ্যম বা উচ্চ চাপে সরবরাহের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য সাধারণ সতর্কতা।**—(১) মধ্যম বা উচ্চ চাপের সরবরাহ কনভার্ট ব্যবহারের ক্ষেত্রে নিম্নবর্ণিত বিধান প্রযোজ্য হইবে, যথা :—

(ক) যন্ত্রের সকল সচল অংশ যথাসম্ভব দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তির নাগালের মধ্যে রাখিয়া যান্ত্রিকভাবে শক্ত ধাতব বাক্স বা ধাতব আচ্ছাদন দ্বারা আবৃত করিয়া রাখিতে হইবে;

(খ) যান্ত্রিকভাবে শক্ত ধাতব বাক্স বা ধাতব আচ্ছাদন দ্বারা আবৃত করিয়া রাখিতে হইবে;

(গ) গ্রাহকের আঙ্গিনায় বিদ্যুতের উৎসের কাছাকাছি প্রত্যেক পরিবাহীতে বিদ্যুৎ সরবরাহ ও উহা বন্ধ করিবার জন্য প্রয়োজনীয় ক্ষমতাসহ সংযুক্ত সুইচের সংযোগ থাকিতে হইবে;

(ঘ) প্রত্যেকটি পরিবাহী দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তির দ্বারা কার্যকর অবস্থায় তাহার নাগালের মধ্যে শক্ত ধাতব বাক্স দ্বারা পুরাপুরি যান্ত্রিকভাবে আবদ্ধ রাখিতে হইবে বা পরিদর্শকের অনুমোদনক্রমে ধাতব আচ্ছাদন দ্বারা পুরাপুরি ও নিরাপদভাবে বাঁধিয়া রাখিতে হইবে;

(ঙ) প্রত্যেক যন্ত্রকে বিদ্যুৎ সরবরাহের প্রয়োজনীয় ক্ষমতা সম্পন্ন সুইচ দ্বারা দক্ষভাবে নিয়ন্ত্রণ করিতে হইবে, যাহাতে প্রত্যেক পরিবাহীতে বিদ্যুৎ সরবরাহ ও তাহা বন্ধ করা যায়, এবং যন্ত্রসমূহ অপারেটরের কাছাকাছি এমনভাবে রাখিতে হইবে যেন সকল ভোল্টেজে সংশ্লিষ্ট যন্ত্রের সহিত সংযুক্ত অন্যান্য ডিভাইস হইতে সহজে বিচ্ছিন্ন করা যায়:

তবে শর্ত থাকে যে, রিমোট সুইচ গিয়ার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ট্রান্সফরমার, মোটর ও অন্যান্য যন্ত্রপাতির ক্ষেত্রে এই দফা প্রযোজ্য হইবে না:

আরো শর্ত থাকে যে, সুইচ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ট্রান্সফরমার, মোটর বা অন্যান্য যন্ত্রপাতিতে রিমোট সুইচকে বন্ধ করিয়া মানুষের কাজ ও ব্যবহারের ক্ষেত্রে এবং বিধি ৪৯ যেইক্ষেত্রে অকার্যকর সেইক্ষেত্রেও এই দফা প্রযোজ্য হইবে না;

(চ) প্রত্যেক জেনারেটর, মোটর ও উহার সহিত সংযুক্ত নিয়ন্ত্রণকারী ও চালনাকারী যন্ত্রে বাংলায় 'বিপজ্জনক' ও ইংরেজিতে 'Dangerous' বার্তা সম্বলিত প্লেট স্থায়ীভাবে সহজে দৃষ্টিগোচর হয় এমন স্থানে প্রদর্শন করিতে হইবে:

তবে শর্ত থাকে যে, যে সকল জেনারেটর, মোটর ও যন্ত্রে উক্ত বার্তা সম্বলিত প্লেট সংযুক্ত করা যাইবে না, সেখানে উক্ত যন্ত্রের যথাসম্ভব নিকটবর্তী স্থানে উহা স্থাপন করিতে হইবে:

আরো শর্ত থাকে যে, শুধু অনুমোদিত ব্যক্তির প্রবেশযোগ্য বেষ্টনীর মধ্যে জেনারেটর, মোটর, নিয়ন্ত্রণকারী ও পরিচালনাকারী যন্ত্র থাকিলে সেখানে একটি বিজ্ঞপ্তি প্রদান যথেষ্ট হইবে।

(২) কোনো লাইসেন্সির প্রস্তাবিত মধ্যম বা উচ্চ ভোল্টেজের বিদ্যুৎ সরবরাহ ও ব্যবহারের ক্ষেত্রে উক্ত বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ রাখিবার নিমিত্ত পরিদর্শককে এতদ্‌বিষয়ে নোটিশ দিতে হইবে এবং বিদ্যুৎ পরিদর্শকের সন্তুষ্টি সাপেক্ষে বা উপ-বিধি (১) এর বিধান সাপেক্ষে বিদ্যুৎ সংযোগ বা পুনঃসংযোগ দেওয়া যাইবে।

(৩) মধ্যম বা উচ্চ ভোল্টেজের বিদ্যুৎ সরবরাহ বা ব্যবহার শুরু হইলে উপ-বিধি (১) এর অধীন পরিবাহী বা যন্ত্রের নিরবচ্ছিন্ন পর্যবেক্ষণের দায় উক্ত পরিবাহী বা যন্ত্রের সংশ্লিষ্ট মালিকের উপর বর্তাইবে।

(৪) সরবরাহ শুরুর পরবর্তী যেকোনো সময়ে কোনো লাইসেন্সি উপ-বিধি (১) এর বিধানাবলি প্রয়োগ হচ্ছে না মর্মে সতর্কপূর্বক বিষয়টি বিদ্যুৎ পরিদর্শককে অবহিত করিলে উক্ত কর্মকর্তা বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ করিবার নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবেন।

(৫) হাই ভোল্টেজ লাইভ কন্ডাক্টর উন্মুক্ত আছে এইরূপ উপ-কেন্দ্রে কাজ করিবার সময় যদি সম্পূর্ণ যন্ত্র নিষ্ক্রিয় করা না হয়, তাহা হইলে যেই অংশে কাজ করা হইবে তাহা রশি বা অন্য কোনো কিছুর সাহায্যে আলাদা ও নিষ্ক্রিয় করিতে হইবে এবং এমন ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে যেন নিম্নের ছক অনুযায়ী ন্যূনতম দূরত্ব বজায় থাকে, যথা :—

দুই ফেজের মধ্যে ভোল্টেজ (nominal)	লাইভ উন্মুক্ত (unscreened) কন্ডাক্টর হইতে ন্যূনতম নিরাপদ দূরত্ব [BS 7354 'Safety Working Clearance']	
	মিটার	ফুট
১১ কেভি	২.৬০	৮.৫
৩৩ কেভি	২.৮০	৯
১৩২ কেভি	৩.৮০	১২.৫
২৩০ কেভি	৪.৬০	১৫
৪০০ কেভি	৬.৪০	২১

(৬) যদি কাজটি এমন হয় যে, বিপদ পরিহার করিবার জন্য উপ-বিধি (৫) এ উল্লিখিত দূরত্ব পর্যাপ্ত নহে, তাহা হইলে নিরাপত্তার জন্য অন্যান্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে।

(৭) ভূমি হইতে উচ্চ পোল বা টাওয়ার লাইনে কর্মরত ব্যক্তিকে পর্যবেক্ষণের জন্য অপর একজন ব্যক্তিকে নিয়োজিত করিতে হইবে।

৪৮। **মেইন সুইচ বোর্ড।**—মধ্যম বা উচ্চ ভোল্টেজের বিদ্যুৎ সরবরাহের সহিত সংযুক্ত প্রত্যেক মেইন সুইচ বোর্ডের মালিক নিম্নবর্ণিত শর্তসমূহ প্রতিপালন করিবেন, যথা :—

(ক) সুইচ বোর্ডের সামনে অন্যূন ৩ (তিন) ফুট প্রশস্ত উন্মুক্ত জায়গা রাখিতে হইবে;

(খ) যদি সুইচ বোর্ডের পেছনে কোনো সংযুক্ত বা খোলা সংযোগ থাকে, তাহা হইলে প্রয়োজনে, উক্ত উন্মুক্ত স্থান ৯ (নয়) ইঞ্চির কম বা ৩০ (ত্রিশ) ইঞ্চির বেশি হইতে হইবে, যাহা সবচেয়ে দূরবর্তী পরিবাহীর সহিত সংযুক্ত কোনো অংশ হইতে পরিমাপ করিতে হইবে; এবং

(গ) যদি সুইচ বোর্ডের পিছনের জায়গা ৩০ (ত্রিশ) ইঞ্চির বেশি হয়, তাহা হইলে অন্যূন ৬ (ছয়) ফুট উঁচু একটি রাস্তা (passage-way) থাকিতে হইবে, যাহা সুইচ বোর্ডের নিরাপত্তার জন্য আড়াআড়িভাবে ৪ (চার) ফুট ৬ (ছয়) ইঞ্চির বেশি উচ্চতায় স্থাপন করিতে হইবে।

৪৯। **মধ্যম, উচ্চ ও অতিউচ্চ ভোল্টেজে বিদ্যুৎ সরবরাহের অনুমোদন।**—(১) প্রধান বিদ্যুৎ পরিদর্শকের লিখিত অনুমোদন ব্যতীত কোনো লাইসেন্সি কোনো ব্যক্তিকে মধ্যম, উচ্চ বা অতিউচ্চ ভোল্টেজের বিদ্যুৎ সরবরাহ করিতে পারিবে না।

(২) উপ-বিধি (১) এর অধীন প্রদত্ত অনুমোদনের মেয়াদ হইবে ২ (দুই) বৎসর এবং অনুমোদিত প্রতিটি বৈদ্যুতিক স্থাপনা প্রতি ২ (দুই) বৎসর অন্তর অন্তর পরিদর্শন ও পরীক্ষা-নিরীক্ষা করিবার পর সঠিক পাওয়া গেলে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে অনুমোদন নবায়ন করা হইবে।

(৩) কোনো গ্রাহককে উচ্চ ভোল্টেজে বিদ্যুৎ সরবরাহ করা হইলে, তিনি অনুমোদিত ডিজাইন ও মানদণ্ড অনুযায়ী একটি আবহাওয়া ও অগ্নি প্রতিরোধক তালাবদ্ধ দেয়ালঘেরা স্থান নির্মাণ করিবেন, যাহাতে লাইসেন্সির উচ্চ ভোল্টেজের টার্মিনাল, যন্ত্রপাতি ও মিটার রাখা হইবে।

(৪) উপ-বিধি (৩) এর অধীন নির্মিত দেয়ালঘেরা স্থান গ্রাহকের সাব-স্টেশন বা বৈদ্যুতিক উপ-কেন্দ্র হইতে পৃথক দালানে হইতে হইবে, তবে উক্তরূপ ব্যবস্থা না থাকিলে, লাইসেন্সির টার্মিনাল, উচ্চ ভোল্টেজের যন্ত্রপাতিসহ মিটারের যন্ত্রপাতি অগ্নি প্রতিরোধক দেয়াল দ্বারা গ্রাহকের যন্ত্রপাতিসমূহ থেকে আলাদাভাবে রাখিতে হইবে এবং দেয়ালঘেরা স্থানে স্থাপিত লাইসেন্সির সকল যন্ত্রপাতি পরিদর্শনের জন্য উন্মুক্ত প্রবেশাধিকার থাকিবে :

তবে শর্ত থাকে যে, দেয়ালঘেরা স্থানের নকশা ও অবস্থান নিয়ে লাইসেন্সি ও গ্রাহকের মধ্যে মতপার্থক্য থাকিলে প্রধান বিদ্যুৎ পরিদর্শকের নিকট এতদ্‌বিষয়ে আবেদন করা যাইবে এবং উক্ত বিষয়ে তাহার সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে।

(৫) উপ-বিধি (১) এর অধীন কোনো গ্রাহককে উচ্চ ভোল্টেজে বিদ্যুৎ ব্যবহারের অনুমতি প্রদান করা হইলে বিদ্যুৎ পরিদর্শকের লিখিত অনুমতি ব্যতীত তিনি উক্তরূপ বৈদ্যুতিক স্থাপনা চালু করিতে পারিবেন না।

(৬) উচ্চ ভোল্টেজের অনুমতিপ্রাপ্ত গ্রাহককে নিম্নবর্ণিত শর্তসমূহ প্রতিপালন করিতে হইবে, যথা :—

(ক) প্রত্যেক তৈলপূর্ণ (oil-filled) সুইচ গিয়ার, ট্রান্সফরমার, প্রযোজ্য ক্ষেত্রে, অন্যান্য যন্ত্র আলাদা স্থানে উপযুক্ত অগ্নি প্রতিরোধক দেয়াল দ্বারা পৃথক করিতে হইবে এবং ট্রান্সফরমারের তৈল নিষ্কাশন ও শোষণের জন্য পিট স্থাপন করিতে হইবে যেন তৈল উদ্ভূত আগুনের প্রজ্জ্বলন স্থাপনার এক অংশ হইতে অন্য অংশে গমন (propagation) প্রতিরোধ করা যায়;

(খ) ক্যাবলযুক্ত সাব-স্টেশনের ভিতরে ক্যাবলগুলি বালি, নুড়ি পাথর বা অনুরূপ অদাহ্য বস্তু দ্বারা পূর্ণ করিতে হইবে অথবা অদাহ্য স্লাব দ্বারা আবৃত করিতে হইবে; এবং

(গ) বিদ্যুৎ পরিদর্শক কর্তৃক নির্দেশিত অন্যান্য শর্তাবলি, যদি থাকে, পূরণ করিতে হইবে।

(৭) উচ্চ ভোল্টেজযুক্ত স্থাপনার মালিক বিদ্যুৎ সরবরাহের ক্ষেত্রে কোনোরূপ পরিবর্তন করিতে ইচ্ছুক হইলে, উক্তরূপ পরিবর্তন সম্পর্কে বিদ্যুৎ পরিদর্শকের নিকট আবেদন করিবেন এবং বিদ্যুৎ পরিদর্শকের অনুমোদন ব্যতিরেকে উক্তরূপ পরিবর্তন করা যাইবে না।

(৮) কোনো গ্রাহক অনুমোদিত ট্যারিফ হইতে উচ্চতর ট্যারিফে বিদ্যুৎ ব্যবহার করিলে তাহাকে উচ্চতর হারে বিদ্যুৎ বিল প্রদান করিতে হইবে এবং উক্ত গ্রাহক পুনরায় অনুমোদিত ট্যারিফে বিদ্যুৎ ব্যবহার করিতে চাহিলে যথাযথ কর্তৃপক্ষ বরাবর লিখিত আবেদন দাখিল করিতে হইবে এবং তদ্‌প্রেক্ষিতে কর্তৃপক্ষ তদন্তপূর্বক ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে।

৫০। **উচ্চ ভোল্টেজযুক্ত সার্কিটের ইন্সুলেশন পরীক্ষাকরণ।**—(১) উপ-বিধি (২) এর বিধান সাপেক্ষে, এরিয়্যাল লাইন ব্যতীত অন্যান্য উচ্চ ভোল্টেজযুক্ত বর্তনী, যেমন— বিদ্যুৎ সরবরাহ লাইন, মেশিন, ডিভাইস বা যন্ত্রপাতি ১ (এক) মিনিট সময়কাল (short duration) পরীক্ষা ব্যতীত ব্যবহার করা যাইবে না এবং মালিক কর্তৃক প্রত্যেকটি পরীক্ষার ফলাফল লিখিতভাবে বিদ্যুৎ পরিদর্শকের নিকট প্রেরণ করিতে হইবে।

(২) উপ-বিধি (১) এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, ভোল্টেজ ও পরীক্ষামূলক ভোল্টেজের মাত্রা হইবে নিম্নরূপ, যথা :—

যন্ত্রপাতির সর্বোচ্চ ভোল্টেজ (আর এম এস)	পরীক্ষামূলক ভোল্টেজের মাত্রা
১,০০০	২,০০০
১২,০০০	২৮,০০০
৩৬,০০০	৭০,০০০
১,৪৫,০০০	২,৫৭,০০০
২,৪৫,০০০	৪,৫০,০০০

তবে শর্ত থাকে যে, বিদ্যুৎ পরিদর্শক উপযুক্ত মনে করিলে উক্ত মেশিন, ডিভাইস বা যন্ত্রপাতির নির্মাতার প্রত্যায়িত পরীক্ষাকে গ্রহণ করিতে পারিবেন।

৫১। **মধ্যম, উচ্চ ও অতিউচ্চ ভোল্টেজের বিদ্যুৎ সরবরাহ লাইন এবং ভূমির উপর স্থাপিত যন্ত্রপাতি।**—(১) যেকোনো উচ্চ ভোল্টেজযুক্ত বিদ্যুৎ সরবরাহ লাইনের অংশসমূহ, এরিয়্যাল লাইন ব্যতীত, সাব-স্টেশন ছাড়া অন্যত্র মাটির উপরে স্থাপিত অন্যান্য সকল উচ্চচাপের যন্ত্রের জন্য বিশেষভাবে এতদুদ্দেশ্যে নির্মিত কম্পার্টমেন্ট যাহাতে শুধু অনুমোদিত ব্যক্তিগণের প্রবেশাধিকার রহিয়াছে, এমন স্থাপনার মালিকগণ এই মর্মে নিশ্চিয়তা প্রদান করিবেন যে, মজবুত ও শক্তিশালী ধাতব আচ্ছাদনের নিরাপত্তা যথাযথভাবে নিশ্চিত হইয়াছে।

(২) উপ-বিধি (১) এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, যেকোনো উচ্চচাপযুক্ত যন্ত্রপাতির সহিত সংযুক্ত সকল বর্তনী ও যন্ত্রপাতির মালিক উহাতে বাংলায় "বিপজ্জনক" ও ইংরেজিতে "Dangerours" শব্দটি লিপিবদ্ধপূর্বক নির্দিষ্ট দূরত্বে একাধিক দৃষ্টিগোচর স্থানে প্রদর্শন করিবেন এবং উচ্চ ভোল্টেজযুক্ত এরিয়্যাল লাইনের ক্ষেত্রেও একই বিধান প্রযোজ্য হইবে।

(৩) বিদ্যুৎ সরবরাহ লাইনের রাইট অব ওয়ে (ROW) সীমার মধ্যে কোনো প্রকার স্থাপনা নির্মাণ করা যাইবে না এবং রাইট অব ওয়ে সীমার মধ্যে নির্মিত স্থাপনায় লাইসেন্সি কর্তৃক কোনো প্রকার বিদ্যুৎ সংযোগ প্রদান করা হইবে না।

(৪) যে ক্ষেত্রে বিতরণ লাইসেন্সির বিদ্যুৎ সরবরাহ লাইন উচ্চ ভোল্টেজযুক্ত বিদ্যুৎ সরবরাহ লাইনের রাইট অব ওয়ে সীমার মধ্যে আসিবার সম্ভাবনা থাকিবে, সেইক্ষেত্রে বিতরণ লাইসেন্সি লাইন নির্মাণের পূর্বে সঞ্চালন লাইসেন্সির মতামত গ্রহণ করিবেন।

(৫) সকল প্রকার ভোল্টেজের বিদ্যুৎ সরবরাহ লাইনের রাইট অব ওয়ের ক্ষেত্রে তফসিল-২ এর বিধানাবলি প্রযোজ্য হইবে।

৫২। **ধাতব খুঁটির এবং স্টে-ওয়্যারের সহিত ভূ-সংযোগ।**—(১) ধাতব খুঁটিতে স্থাপিত প্রত্যেকটি এরিয়্যাল লাইনের মালিক এই মর্মে নিশ্চিয়তা প্রদান করিবেন যে, খুঁটিসমূহ স্থায়ীভাবে ও মজবুতভাবে ভূ-সংযুক্ত রহিয়াছে।

(২) উপ-বিধি (১) এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, একটি অবিচ্ছিন্ন ভূ-সংযুক্ত তার শক্তভাবে প্রত্যেকটি খুঁটির সহিত বাঁধা থাকিতে হইবে এবং প্রতি কিলোমিটারে ৩ (তিন) টি স্থানে যতদূর সম্ভব সমদূরত্বে মাটির সহিত উহা সংযুক্ত থাকিবে।

(৩) মাটি হইতে অন্যূন ৩ (তিন) মিটার উচ্চতায় ইন্সুলেটর স্থাপন না করা পর্যন্ত প্রত্যকটি স্টে-ওয়্যার একইভাবে ভূ-সংযুক্ত করিতে হইবে।

৫৩। **বজ্রপাত হইতে প্রতিরক্ষা।**—প্রত্যেক এরিয়্যাল লাইনের মালিক লাইন বা লাইনের যেকোনো খুঁটি, গার্ড-ওয়্যার বা বেয়ার ওয়্যার বা উহার যেকোনো অংশকে বজ্রপাত হইতে রক্ষা করিবার জন্য যথাযথ ভূ-সংযোগের ব্যবস্থা করিবেন।

৫৪। **নিরাপত্তা পদ্ধতি।**—রাস্তার কোনো অংশে বা জনসাধারণ কর্তৃক ব্যবহৃত কোনো স্থানে বা কোনো কারখানা বা খনিতে বা কোনো গ্রাহকের আঙ্গিনায় এরিয়্যাল লাইন স্থাপন করা হইলে উহার মালিক পরিদর্শক কর্তৃক অনুমোদিত পদ্ধতিতে উহা সুরক্ষিত করিবেন, যাহাতে উক্ত লাইন ছিঁড়িয়া গেলে কোনোরূপ ক্ষতির কারণ না হয়।

৫৫। **ট্রান্সফরমার, সুইচ গিয়ার, ইত্যাদি স্থাপন এবং ইন্সুলেশন।**—(১) জীবন ও সম্পদের নিরাপত্তার স্বার্থে গ্রাহক তাহার নিজ খরচে ট্রান্সফরমার, সুইচ গিয়ার ও পিএফআই প্ল্যান্টসহ বৈদ্যুতিক উপ-কেন্দ্রের জন্য প্রচলিত আইন অনুযায়ী একটি আলাদা কক্ষ নির্মাণ করিবেন ও উক্ত কক্ষ শুষ্ক রাখিবেন।

(২) ২৫০ (দুইশত পঞ্চাশ) কেভিএ পর্যন্ত ট্রান্সফরমার ড্রপ আউট ফিউজ, ২৫০ (দুইশত পঞ্চাশ) কেভিএ এর উর্ধ্বে ৫০০ (পাঁচশত) কেভিএ পর্যন্ত ট্রান্সফরমার মধ্যম, উচ্চ, অতিউচ্চ চাপের সুইচ গিয়ার লোড ব্রেক সুইচ (এলবিএস) এবং ৫০০ (পাঁচশত) কেভিএ এর উর্ধ্বে সকল ট্রান্সফরমার মধ্যম, উচ্চ, অতিউচ্চ চাপের সুইচ গিয়ার (এসিবি/ভিসিবি/ওসিবি/এলওসিবি/এমওসিবি/এসএফ-৬/জিআইএস) এর মাধ্যমে সুরক্ষিত করিতে হইবে।

(৩) আগুনের ঝুঁকি পরিহারের লক্ষ্যে রক্ষিত যন্ত্রপাতির স্থানে, কম্পার্টমেন্টে বা যন্ত্রপাতির বাক্স বা কোনো ফিটিংসের নিকট দাহ্য পদার্থ রাখা যাইবে না।

(৪) পারস্পরিক অবস্থার প্রেক্ষিতে কাজের লক্ষ্যে পর্যাপ্ত পরিমাণ স্থান ও অবাধ প্রবেশের পথ ও কার্য পরিচালনার জন্য যথেষ্ট যন্ত্রপাতি সরবরাহ নিশ্চিত করিতে হইবে এবং কাজের উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত সকল যন্ত্রপাতি সুবিধাজনক স্থানে রাখিতে হইবে।

(৫) যন্ত্রপাতির ত্রুটিজনিত কারণে অগ্নিকাণ্ড প্রতিরোধে ট্রান্সফরমার, সুইচ গিয়ার ও পিএফআই প্ল্যান্টসহ বৈদ্যুতিক উপ-কেন্দ্রসমূহে নিয়মিত বিরতিতে তফসিল-৩ এ বর্ণিত পদ্ধতিতে নিবিড়ভাবে পরীক্ষা করিতে হইবে।

৫৬। **ভূ-সংযুক্ত মেটাল, ইত্যাদি।**—(১) জেনারেটর, সুইচ গিয়ার, ট্রান্সফরমার ও মোটরসমূহের (বহনযোগ্য মোটরসহ) কাঠামো বা বেইজ-প্লেটসমূহ, জয়েন্ট বক্স, ফিউজ কভার, বাতিসমূহের ধারক ইত্যাদির ধাতব আচ্ছাদনসমূহ কার্যকরভাবে ভূ-সংযুক্ত সিস্টেমের সহিত সংযুক্ত অথবা অগ্নি প্রতিরোধক দ্রব্য নির্মিত ইন্সুলেশন আবরণ দ্বারা সংরক্ষণ করিতে হইবে এবং বিদ্যুৎ পরিদর্শক কর্তৃক অনুমোদিত মানদণ্ড অনুযায়ী ভূ-সংযুক্ত করিতে হইবে।

(২) ধাতব আচ্ছাদনযুক্ত ক্যাবলসমূহ ও উহার ধাতব আচ্ছাদনকে যথাযথ ভূ-সংযুক্ত সিস্টেমে সংযোগ প্রদান করিতে হইবে।

(৩) একটি ভূ-সংযুক্ত সিস্টেমের সকল পরিবাহী তার ও জয়েন্টসমূহের পরিবাহী ক্ষমতা কমপক্ষে মূল ভূ-সংযুক্ত তারের পরিবাহী ক্ষমতার শতকরা ৫০ (পঞ্চাশ) ভাগ হইতে হইবে:

তবে শর্ত থাকে যে, ভূ-সংযুক্ত সিস্টেমের কোনো তারের পরিবাহীর প্রস্থচ্ছেদ (cross section) ০.১৫ (শূন্য দশমিক এক পাঁচ) বর্গ সেন্টিমিটারের কম হইবে না।

(৪) ভূ-সংযুক্ত পরিবাহীসমূহের সকল সংযোগে ও ক্যাবলসমূহের ধাতব আচ্ছাদনের সকল সংযোগে ভালোভাবে ঝালাই করিতে হইবে অথবা কার্যক্ষমভাবে নির্মাণ করিতে হইবে।

(৫) কোনো ভূ-সংযুক্ত-পরিবাহীতে কোনো সুইচ, ফিউজ বা সার্কিট ব্রেকার স্থাপন করা যাইবে না।

(৬) নিম্ন ভোল্টেজে ডাইরেক্ট কারেন্ট (DC) বা ১২৫ (একশত পঁচিশ) ভোল্টের এসি কারেন্টের (AC) ক্ষেত্রে, বহনযোগ্য যন্ত্র ব্যতীত, এই বিধি প্রযোজ্য হইবে না।

৫৭। **সুইচ গিয়ার এবং টার্মিনালসমূহ।**—সুইচ গিয়ার ও টার্মিনাল, ক্যাবলের শেষাংশ, ক্যাবল এবং যন্ত্রপাতির সংযোগ সম্পূর্ণভাবে দেয়াল ঘেরা হইতে হইবে এবং এমনভাবে নির্মাণ ও স্থাপন করিতে হইবে যেন উহা নিম্নবর্ণিত শর্তসমূহ পূরণ করে, যথা :—

(ক) সকল অংশ যান্ত্রিকভাবে যথেষ্ট শক্তিশালী করিতে হইবে যাহাতে অযাচিত প্রয়োগ (rough usage) প্রতিরোধ করা যায়;

(খ) সকল পরিবাহী ও সংযোগ স্থল পর্যাপ্ত বিদ্যুৎ পরিবহনের ক্ষমতার অধিকারী হইতে হইবে এবং পরিবাহীর সকল সংযোগ যথাযথভাবে ঝালাই অথবা অন্য কোনো নির্ধারিত পদ্ধতিতে সংযুক্ত করিতে হইবে;

(গ) কোনো কিছু স্থাপনের ফলে যদি কোনো সুইচ গিয়ারের কাজে প্রভাব বিস্তার করিয়া থাকে বা ইন্সুলেশন ক্ষমতার প্রভাব ধ্বংস করিয়া থাকে, তাহা হইলে যথাযথভাবে বন্ধ করিতে হইবে;

(ঘ) সকল চলমান অংশ এমনভাবে নিরাপদ করিতে হইবে বা ঘেরাও দিতে হইবে যাহাতে কোনো ব্যক্তি দুর্ঘটনাবশত এইগুলির সংস্পর্শে আসিলে বাতির বিচ্ছুরণ, সর্ট-সার্কিট, আগুন, পানি, গ্যাস ও তৈল হইতে বিপদ এড়ানো সম্ভব হয়;

(ঙ) গ্যাস, কয়লার গুড়া, তৈল বা অন্যান্য দাহ্য বস্তুতে অগ্নিকান্ডের আশংকাযুক্ত স্থানে যন্ত্রের সকল অংশ এমনভাবে সুরক্ষা করিতে হইবে যাহাতে মুক্ত স্ফুলিঙ্গ প্রতিরোধ করা যায়; এবং

(চ) বর্তনী নিয়ন্ত্রণের নিমিত্ত কোনো সর্ট-সার্কিটের সময় সুইচ বা সার্কিট ব্রেকার সহজে ব্যবহার করিবার জন্য বা সহজে খুলিবার জন্য সুইচ বা সার্কিট ব্রেকারের সামনে জায়গা রাখিতে হইবে।

পঞ্চম অধ্যায়

প্রধান বিদ্যুৎ পরিদর্শকের দপ্তর

৫৮। **প্রধান বিদ্যুৎ পরিদর্শক এবং বিদ্যুৎ পরিদর্শকের ক্ষমতা ও কার্যাবলি।**—(১) প্রধান বিদ্যুৎ পরিদর্শক লাইসেন্সি নহেন এমন গ্রাহকের ক্ষেত্রে যে কোনো আবাসিক বা বাণিজ্যিক বা নির্মাণ বা শিল্প কারখানায় ৫০ (পঞ্চাশ) কিলোওয়াট বা তদূর্ধ্ব ক্ষমতার বিদ্যুৎ ব্যবহারের জন্য মধ্যম, উচ্চ ও অতি উচ্চ চাপের নূতন বৈদ্যুতিক স্থাপনা পরিদর্শন ও পরীক্ষান্তে বিদ্যুৎ সংযোগ প্রদানের অনুমোদন করিবেন।

(২) প্রধান বিদ্যুৎ পরিদর্শক বা তদ্‌কর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত বিদ্যুৎ পরিদর্শক যে কোনো আবাসিক বা বাণিজ্যিক বা নির্মাণ বা শিল্প কারখানার বৈদ্যুতিক স্থাপনা প্রতি ২ (দুই) বৎসর অন্তর পরিদর্শন ও পরীক্ষা করিবেন এবং তজ্জন্য সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান হইতে তফসিল-১ এ উল্লিখিত ফি আদায় করিতে পারিবেন।

(৩) প্রধান বিদ্যুৎ পরিদর্শক বা তদ্‌কর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত বিদ্যুৎ পরিদর্শক ৫০ (পঞ্চাশ) কিলোওয়াট বা তদূর্ধ্ব ক্ষমতার বিদ্যুৎ ব্যবহারের ক্ষেত্রে ভবন নির্মাণের পূর্বে ভবনের অভ্যন্তরীণ ওয়্যারিং ডায়াগ্রাম, সার্কিট ডায়াগ্রামসহ সেফটি প্ল্যান অনুমোদন করিবেন এবং ৫০ (পঞ্চাশ) কিলোওয়াট এর নিম্নে বিদ্যুৎ ব্যবহারের ক্ষেত্রে ভবনের অভ্যন্তরীণ ওয়্যারিং ডায়াগ্রাম, সার্কিট ডায়াগ্রামসহ সেফটি প্ল্যান ভবন নির্মাণের পূর্বে বিদ্যুৎ বিতরণকারী সংস্থার সংশ্লিষ্ট নির্বাহী প্রকৌশলী অনুমোদন করিবেন।

(৪) বৈদ্যুতিক উপ-কেন্দ্রের সরঞ্জামাদি প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠানের এবং ট্রান্সফরমার প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠানের তৈল পরীক্ষার জন্য প্রধান বিদ্যুৎ পরিদর্শকের লিখিত অনুমোদন গ্রহণ করিতে হইবে।

৫৯। **দুর্ঘটনা ও তদন্ত সংক্রান্ত কার্যাবলি।**—(১) বিদ্যুৎ উৎপাদন, সঞ্চালন, সরবরাহ বা বিতরণের সহিত সম্পর্কযুক্তভাবে বা বিদ্যুৎ সরবরাহ লাইনের কোনো অংশ বা কোনো বৈদ্যুতিক প্ল্যান্টের সহিত সংশ্লিষ্টতার কারণে যদি কোনো দুর্ঘটনা ঘটে বা উক্ত দুর্ঘটনার ফলে মানুষ বা প্রাণীর জীবনহানি ঘটে বা ঘটিতে পারে অথবা মানুষ বা প্রাণী মারাত্মকভাবে আঘাতপ্রাপ্ত হয় সেইক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট স্থানীয় বিদ্যুৎ উৎপাদন, সঞ্চালন, বিতরণ বা সরবরাহ কর্তৃপক্ষ ঘটনা সম্পর্কে অবহিত হইবার পর দুর্ঘটনাটির বিষয়ে তদন্ত করিবে।

(২) উপ-বিধি (১) এর অধীন তদন্তের পর তদন্তকারী কর্মকর্তা পরিশিষ্ট-ঘ অনুযায়ী তদন্ত প্রতিবেদন অবিলম্বে প্রধান বিদ্যুৎ পরিদর্শকের নিকট প্রেরণ করিবেন এবং উহার একটি অনুলিপি তাহার উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নিকট প্রেরণ করিবেন।

(৩) উপ-বিধি (২) এর অধীন প্রতিবেদন প্রাপ্তির পর প্রধান বিদ্যুৎ পরিদর্শক যদি অধিকতর তদন্তের প্রয়োজন মনে করেন তবে তিনি নিজে অথবা তাহার অধীনস্থ কোনো বিদ্যুৎ পরিদর্শকের মাধ্যমে অধিকতর তদন্তের ব্যবস্থা নিবেন এবং তদন্তের ফলাফল সরকারকে অবহিত করিবেন।

(৪) সরকার কোনো দুর্ঘটনার বিষয়ে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করিতে পারিবে এবং প্রয়োজনে, অধিকতর তদন্তের ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে।

(৫) প্রধান বিদ্যুৎ পরিদর্শক সকল দুর্ঘটনার প্রতিবেদন সংকলনপূর্বক ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে সরকারকে প্রতিবেদন প্রেরণ করিবেন।

৬০। **প্রবেশ ও পরিদর্শন।**—কোনো লাইসেন্সি কর্তৃক রক্ষিত যে কোনো রেকর্ড বা তথ্যে বিদ্যুৎ পরিদর্শকের প্রবেশাধিকার থাকিবে এবং তিনি লাইসেন্সির যে কোনো রেকর্ড বা তথ্য পরীক্ষা করিতে পারিবেন এবং সংশ্লিষ্ট লাইসেন্সি বিদ্যুৎ পরিদর্শককে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান করিবে।

৬১। **পাওয়ার ফ্যাক্টর শুদ্ধকরণ যন্ত্র স্থাপন।**—গ্রাহককে তাহার সরবরাহ পয়েন্টে ০.৯৫ (শূন্য দশমিক নয় পাঁচ) হইতে ১.০০ (এক দশমিক শূন্য শূন্য) এর মধ্যে পাওয়ার ফ্যাক্টর নিশ্চিত করিতে হইবে, লাইসেন্সি কর্তৃক পরিমাপিত গড় পাওয়ার ফ্যাক্টর সরবরাহ পয়েন্টে (উচ্চ চাপ প্রান্তে)

০.৯৫ (শূন্য দশমিক নয় পাঁচ) এর কম হইলে গ্রাহক নিজের খরচে প্রয়োজনীয় পাওয়ার ফ্যাক্টর শুদ্ধকরণ সরঞ্জাম স্থাপন করিবেন এবং যদি কোনো মাসিক বিলিং সময়ে সরবরাহ পয়েন্টে গড় পাওয়ার ফ্যাক্টর ০.৯৫ (শূন্য দশমিক নয় পাঁচ) এর নীচে হয় তাহা হইলে উক্ত সময়ের জন্য পাওয়ার ফ্যাক্টর শুদ্ধকরণ চার্জ প্রযোজ্য হইবে; অন্যথায় বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন করা হইবে।

৬২। **হাইভোল্টেজ টেস্টিং ল্যাবরেটরি প্রতিষ্ঠা।**—(১) সরকার হাইভোল্টেজ টেস্টিং ল্যাবরেটরি প্রতিষ্ঠা করিবে।

(২) ট্রান্সফরমার ও অন্যান্য বৈদ্যুতিক সরঞ্জামাদি প্রস্তুতকারী বেসরকারি প্রতিষ্ঠান টেস্টিং ল্যাবরেটরিতে তাহাদের প্রস্তুতকৃত ট্রান্সফরমারসহ বৈদ্যুতিক সরঞ্জামাদি টেস্ট করিয়া উহার সনদ গ্রহণ করিবে।

(৩) কোনো বেসরকারি প্রতিষ্ঠান উহার ক্রয়কৃত সকল বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম গ্রহণ করিবার পূর্বে উক্ত টেস্টিং ল্যাবরেটরিতে পরীক্ষাপূর্বক প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠানের টেস্ট সার্টিফিকেট প্রতিপাদন করিতে হইবে এবং উক্তরূপ টেস্ট করিবার জন্য সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, ফি নির্ধারণ করিতে পারিবে।

ষষ্ঠ অধ্যায়
বিবিধ

৬৩। **নোটিশ, আদেশ বা দলিলপত্রাদি জারিকরণ।**—(১) এই বিধিমালার অধীন প্রদত্ত নোটিশ, আদেশ বা দলিল প্রাপকের নিকট ডাকযোগে, কুরিয়ার সার্ভিস বা বিশেষ বাহক মারফত বা অন্য যে কোনো উপযুক্ত ইলেকট্রনিক মাধ্যমে প্রেরণ করা যাইবে।

(২) কোনো আঙ্গিনার মালিক বা দখলদারকে এই বিধিমালার অধীন প্রদত্ত নোটিশ, আদেশ বা দলিল প্রেরণের সময় ঠিকানা যথাযথভাবে লিখিত হইয়াছে মর্মে ধরিয়া লইতে হইবে, যদি চত্বরের নাম উল্লেখপূর্বক মালিক বা দখলদারের নাম ফলক থাকে এবং উক্ত চত্বরে অবস্থিত কোনো ব্যক্তিকে উহার অনুলিপি প্রদানের মাধ্যমে বা যদি উক্ত চত্বরে কাউকে পাওয়া না যায়, তবে উক্ত চত্বরের কোনো প্রকাশ্য স্থানে লটকাইয়া জারি করা যাইবে।

৬৪। **বিশেষ ক্ষমতা।**—(১) বিদ্যুৎ উৎপাদন, সঞ্চালন, সরবরাহ ও বিতরণ কাজের সহিত সংশ্লিষ্ট যে কোনো স্থাপনায় জরুরি অবস্থার উদ্ভব ঘটিলে, সরকার কমিশনকে অবহিতকরণপূর্বক লাইসেন্সির লাইসেন্স স্থগিত করিয়া সাময়িক সময়ের জন্য বিদ্যুৎ উৎপাদন, সঞ্চালন, সরবরাহ ও বিতরণ কাজের সহিত সংশ্লিষ্ট যে কোনো স্থাপনার দখল গ্রহণসহ উহার সম্পদ, স্বার্থ ও অধিকার এবং ব্যবস্থাপনা ও নিয়ন্ত্রণের দায়িত্ব গ্রহণ করিতে পারিবে এবং স্থাপনাটি সচল রাখিবার জন্য অন্য কোনো কর্তৃপক্ষ বা প্রতিষ্ঠানের নিকট উহা ন্যস্ত করিবে।

(২) জরুরি অবস্থা প্রত্যাহারের পর লাইসেন্সি উহার লাইসেন্স প্রত্যর্পণের জন্য কমিশনকে অনুরোধ করিতে পারিবে এবং কমিশন সংশ্লিষ্ট স্থাপনার দখল লাইসেন্সিকে বুঝাইয়া দিবার জন্য উপ-বিধি (১) এর অধীন উক্ত স্থাপনার সাময়িক দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্তৃপক্ষ বা প্রতিষ্ঠানকে নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবে।

(৩) জরুরি অবস্থায় দখল গ্রহণের ফলে যথোপযুক্ত পদ্ধতিতে স্থাপনাটির আর্থিক অভিঘাত নিরূপণ করিবে এবং প্রত্যর্পণের পর উহা পরিশোধের ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে।

(৪) উপ-বিধি (৩) এর অধীন আর্থিক অভিঘাত নিরূপণে লাইসেন্সির কোনো আপত্তি থাকিলে আইনের ধারা ৫৩ এর বিধান অনুসারে উহা নিষ্পত্তি হইবে।

ব্যাখ্যা।—এই বিধির উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, “জরুরি অবস্থা” অর্থ দৈব দুর্বিপাক, প্রাকৃতিক দুর্যোগ, জাতীয় নিরাপত্তার প্রতি হুমকি বা অন্যবিধ যেকোনো অবস্থা যাহাতে জনস্বার্থ বিঘ্নিত হয় এবং যাহার ফলে বিদ্যুৎ উৎপাদন, সঞ্চালন বা বিতরণ ব্যবস্থায় হুমকির সৃষ্টি হয় বা বিদ্যুৎ সেবা বিপর্যস্ত হইয়া পড়ে এবং কোনো বিদ্যুৎ স্থাপনায় সৃষ্ট অস্থিরতা, ধর্মঘট, লক-আউট কার্যক্রমও ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে।

৬৫। **রহিতকরণ।**—এতদ্দ্বারা Electricity Rules, 1937 রহিত করা হইল।

তফসিল-১

[বিধি ১৬(২), ২৩(২) এবং বিধি ৫৮(২) দ্রষ্টব্য]

বিভিন্ন ফি এর তালিকা:

ক্রমিক নং	বিষয়	উপকেন্দ্রের ক্ষমতা	ফি'র পরিমাণ (টাকা)
১।	৫০ (পঞ্চাশ) কিলোওয়াট বা তদূর্ধ্ব ক্ষমতাসম্পন্ন গ্রাহকের বৈদ্যুতিক স্থাপনা পরিদর্শন ও পরীক্ষণ ফি	১০০ কেভিএ	৯,৯৩০
		১৫০ কেভিএ	১১,৮২০
		২০০ কেভিএ	১২,৮৭০
		২৫০ কেভিএ	১৩,৫০০
		৩১৫ কেভিএ	১৫,৮১০
		৪০০ কেভিএ	১৭,৯১০
		৫০০ কেভিএ	১৯,৫৯০
		৬৩০ কেভিএ	২৪,১২০
		৭৫০ কেভিএ	২৪,৯৬০
		৮০০ কেভিএ	২৬,৭৩০
		১০০০ কেভিএ	২৯,২৫০
		১২৫০ কেভিএ	৩৩,৬৬০
		১৫০০ কেভিএ	৩৪,৮৬০
		১৬০০ কেভিএ	৩৫,৭৬০
		২০০০ কেভিএ	৩৭,৫৬০
		২৫০০ কেভিএ	৩৯,৯৬০
		৩০০০ কেভিএ	৪১,৭৬০
		৪০০০ কেভিএ	৪৪,৭৩০
		৪০০০ কেভিএ এর উর্ধ্বে ফি পরিদর্শন কর্মকর্তা কর্তৃক নির্ধারিত হইবে।	
২।	বাণিজ্যিক ভবনের বৈদ্যুতিক স্থাপনা পরিদর্শন ফি	ক্রমিক নং ১ এর উপকেন্দ্রের ক্ষমতা, ফি'র পরিমাণ (টাকা) প্রযোজ্য হইবে।	

ক্রমিক নং	বিষয়	উপকেন্দ্রের ক্ষমতা	ফি’র পরিমাণ (টাকা)
৩।	নির্মাণ কারখানার বৈদ্যুতিক স্থাপনা পরিদর্শন ফি	ক্রমিক নং ১ এর উপকেন্দ্রের ক্ষমতা, ফি’র পরিমাণ (টাকা) প্রযোজ্য হইবে।	
৪।	শিল্প কারখানার বৈদ্যুতিক স্থাপনা পরিদর্শন ফি	ক্রমিক নং ১ এর উপকেন্দ্রের ক্ষমতা, ফি’র পরিমাণ (টাকা) প্রযোজ্য হইবে।	
৫।	বৈদ্যুতিক স্থাপনা বা সরঞ্জামাদি পরিদর্শন ফি	ক্রমিক নং ১ এর উপকেন্দ্রের ক্ষমতা, ফি’র পরিমাণ (টাকা) প্রযোজ্য হইবে।	
৬।	লিকেজ সম্পর্কে পরিদর্শন বাবদ ফি	৪২০/- টাকা হারে।	

বিঃ দ্রঃ বিদ্যুৎ বিভাগ সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, উল্লিখিত ফি বাস্তবতার নিরিখে সময়ে সময়ে পরিবর্তন করিতে পারিবে।

তফসিল-২

[বিধি ৫১(৫) দ্রষ্টব্য]

রাইট অব ওয়ে (ROW) এর পরিমাণ

ক্রমিক নং	ভোল্টেজ শ্রেণি [কিলো ভোল্ট]	রাইট অব ওয়ের পরিমাণ (বাহিরের কন্ডাক্টর হইতে প্রতি পার্শ্বে) [মিটার]	বিদ্যুৎ পরিবাহী উন্মুক্ত তার হইতে ন্যূনতম নিরাপদ দূরত্ব (BS 7354) [মিটার]
(১)	(২)	(৩)	(৪)
১।	১১	২.৫০	২.৫০
২।	৩৩	৩.৫০	২.৮০
৩।	১৩২	১৪.০০	৩.৮০
৪।	২৩০	২০.০০	৪.৬০
৫।	৪০০	২৩.০০	৬.৪০
৬।	৭৬৫	৪৩.০০	১০.৩

তফসিল-৩

[বিধি ৫৫(৫) দ্রষ্টব্য]

যান্ত্রিক ত্রুটিজনিত অগ্নিকাণ্ড প্রতিরোধে বৈদ্যুতিক উপ-কেন্দ্রসমূহ, ক্ষেত্রমত, পরীক্ষা পদ্ধতি:

1.	Transformer test	• Insulation Resistance Test
		• Turn Ratio Test
		• Winding Resistance Test
		• Magnetic Balance Test
		• Short Circuit Test
		• Percentage Impedance Test
		• Excitation Current Test
		• Tan Delta Test
		• Vector Group Test
		• Sweep Frequency Response Analysis Test
		• Insulation Diagnostic analyzer IDAX
2.	Circuit Breaker	• Contact Resistance Test (μOhm).
		• Timing Test
		• Insulation Resistance Test
3.	Current Transformer	• Ratio Test
		• Polarity Test
		• Burden Test
		• Excitation Test
		• Insulation Test
		• Dc Resistance Test
4.	Potential Transformer	• Ratio Test
		• Polarity Test
		• Insulation Test
		• DC Resistance Test

5.	Lightining Arrester	• Insulation Test
		• Leakage Current Test
6.	Disconnector	• Insulation Test
		• Contact Resistance Test
		• Close/Open Timing Test

7. Substation Grounding Resistance Test

পরিশিষ্ট-ক
[বিধি ৩(৭) দ্রষ্টব্য]

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, ...
www…………….

নম্বর :
তারিখ : ... . ।

গণবিজ্ঞপ্তি

বিষয়:...

বিদ্যুৎ আইন, ২০১৮ এর ধারা ৬ এর উপ-ধারা (২) ও বিদ্যুৎ বিধিমালা, ২০২০ এর বিধি ৩ এর উপ-বিধি (৭) অনুযায়ী .... প্রকল্পের আওতায় নির্মাণাধীন ...কেভি সঞ্চালন/বিতরণ লাইন ....(এলাকাসমূহ ও মৌজার বিবরণ) এলাকার উপর দিয়ে অতিক্রম করিবে। এই সময় সংশ্লিষ্ট এলাকার ফসলাদি (যদি থাকে), বৃক্ষরাজীর কিছু ক্ষতি হইতে পারে বিধায় সংশ্লিষ্ট সংস্থা বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক অনুমোদিত হারে ক্ষতিগ্রস্ত সকল মালিককে ফসলাদি, বৃক্ষরাজীর ক্ষতিপূরণ দিতে বাধ্য থাকিবে।

এই সব প্রকল্প দেশের সার্বিক উন্নয়নের স্বার্থে অতীব জনগুরুত্বপূর্ণ। এই ধরনের প্রকল্পের কাজ যাহাতে সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হইতে পারে সেইজন্য সংশ্লিষ্ট এলাকার সকল জনসাধারণকে উক্ত উন্নয়ন কাজে সহযোগিতার জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ করা যাইতেছে।

বর্ণিত যেই সমস্ত এলাকার উপর দিয়ে উক্ত বিদ্যুৎ সঞ্চালন/বিতরণ লাইনসমূহ নির্মাণ করা হইবে সেই সমস্ত এলাকার উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা, থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও অন্য সকল কর্মকর্তা এবং সংশ্লিষ্ট সকল ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান ও সদস্যগণকে বিশেষভাবে অনুরোধ করা যাইতেছে যে, তাহারা যেন এই বিষয়ে সংশ্লিষ্ট সংস্থার কর্মকর্তা/কর্মচারীগণকে সার্বিক সাহায্য ও সহযোগিতা প্রদান করেন।

এই প্রসঙ্গে সকলকে সতর্ক করে দেয়া হইল যে, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্পের কাজে যাহারা প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করিবে তাহাদের বিরুদ্ধে আইন মোতাবেক কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইবে।

এই কাজটি সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করিবার জন্য সকলের সহযোগিতা কামনা করা যাইতেছে।

সংশ্লিষ্ট এলাকাসমূহ : (.... পর্যন্ত।)

সংযুক্তি : ....

জেলা প্রশাসক
....
....
....
....

বিতরণ জ্ঞাতার্থে ও কার্যার্থে :

১।....................
২।....................

পরিশিষ্ট-খ
[বিধি ৮(৪) দ্রষ্টব্য]

সংস্থা/কোম্পানির মনোগ্রাম	সংস্থা/কোম্পানির নাম ... .

সতর্কীকরণ বিজ্ঞপ্তি

নম্বর : তারিখ : ... .

এতদ্দ্বারা সর্বসাধারণের অবগতির জন্য জানানো যাইতেছে যে, ... প্রকল্পের আওতাধীন .... কেন্দ্র/উপ-কেন্দ্র হইতে.................... কেন্দ্র/উপ-কেন্দ্র আগামী .... তারিখ, রোজ .... সকাল .... ঘটিকায় পরীক্ষামূলকভাবে চালু করা হইবে এবং উক্ত সময় হইতে বর্ণিত নবনির্মিত লাইনটি সার্বক্ষণিক চালু থাকিবে।

অতএব, উক্ত নবনির্মিত .... কেভি লাইনের খুঁটি/টাওয়ার কিংবা টানা তার স্পর্শ না করিবার জন্য সর্বসাধারণকে অনুরোধ করা যাইতেছে। খুটি/টাওয়ার কিংবা টানা তার স্পর্শ কবিরার কারণে যদি কোনো প্রকার দুর্ঘটনা ঘটে তাহার জন্য ....বোর্ড/কোম্পানি দায়ী থাকিবে না।

সংশ্লিষ্ট এলাকাসমূহ : .... ।

কর্তৃপক্ষ
সংস্থা/কোম্পানি

পরিশিষ্ট-গ

[বিধি ৮(৯) দ্রষ্টব্য]

সংস্থা/কোম্পানির মনোগ্রাম	সংস্থা/কোম্পানির নাম ... .

সতর্কীকরণ বিজ্ঞপ্তি

নম্বর : তারিখ : ....

এতদ্দ্বারা সর্বসাধারণের অবগতির জন্য জানানো যাইতেছে যে, ... প্রকল্পের আওতাধীন .... কেন্দ্র/উপ-কেন্দ্র হইতে .... কেন্দ্র/উপ-কেন্দ্র আগামী .... তারিখ, রোজ .... সকাল .... ঘটিকায় পরীক্ষামূলকভাবে চালু করা হয়েছে এবং উক্ত সময় হইতে বর্ণিত নবনির্মিত লাইনটি সার্বক্ষণিক চালু আছে।

অতএব, উক্ত নবনির্মিত .... কেভি লাইনের খুঁটি/টাওয়ার কিংবা টানা তার স্পর্শ না করিবার জন্য সর্বসাধারণকে অনুরোধ করা যাইতেছে। খুটি/টাওয়ার কিংবা টানা তার স্পর্শ করিবার কারণে যদি কোনো প্রকার দুর্ঘটনা ঘটে তাহার জন্য .... বোর্ড/কোম্পানি দায়ী থাকিবে না।

সংশ্লিষ্ট এলাকাসমূহ : ....।

কর্তৃপক্ষ
সংস্থা/ কোম্পানি

পরিশিষ্ট-ঘ
[বিধি ৫৯(২) দ্রষ্টব্য]

বৈদ্যুতিক দুর্ঘটনার নোটিশ

সূত্র :

তারিখ :

প্রতি,

প্রধান বিদ্যুৎ পরিদর্শক,
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার,
ঢাকা।

জনাব,

যথাযথ সম্মান প্রদর্শনপূর্বক, বিদ্যুৎ উৎপাদন, সঞ্চালন, সরবরাহ ও ব্যবহারের ক্ষেত্রে মৃত/গুরুতর/গুরুতর নয় এমন দুর্ঘটনার তথ্যাবলি নিম্নে পেশ করা হলো:

১। দুর্ঘটনার প্রকৃত স্থান- গ্রাম .... , স্টেশন .... , জেলা ....

২। সঠিক অবস্থান উল্লেখসহ বৈদ্যুতিক স্থাপনার বিশদ বিবরণ :

৩। সত্ত্বাধিকারী/মালিকের নাম ও যোগাযোগের ঠিকানা :

৪। দুর্ঘটনার সময় ও তারিখ :

৫। দুর্ঘটনা কবলিত ব্যক্তির পরিচিতি :

নাম ও ঠিকানা :

ধর্ম : পুরুষ/মহিলা : বয়স : পেশা :

৬। সংঘটিত দুর্ঘটনার ক্ষতি/আঘাতের ধরন :

৭। মৃত্যু ঘটলে উহার কারণ :

৮। সংঘটিত দুর্ঘটনার ধরন ও তার কারণ :

৯। দুর্ঘটনা সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য দিতে পারে এমন প্রত্যক্ষদর্শীর স্বাক্ষ্যসহ নাম ও ঠিকানা :

১০। যে চিকিৎসক বা ব্যক্তি দুর্ঘটনা কবলিত রোগীর সেবা/চিকিৎসা করেছেন তার নাম ও ঠিকানা :

১১। দুর্ঘটনা সংঘটনের পারিপার্শ্বিকতা সম্পর্কে বর্ণনামূলক অতিরিক্ত কোনো তথ্য যাহা সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান/সংস্থা/মালিক/এজেন্ট বা ম্যানেজার প্রদান করতে পারেন :

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মাকসুদা খন্দকার
সিনিয়র সহকারী সচিব।

মোহাম্মদ ইসমাইল হোসেন (উপসচিব), উপপরিচালক, বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মাকসুদা বেগম সিদ্দীকা, উপপরিচালক (উপসচিব), বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। web site: www. bgpress. gov. bd